ভারতীয় গবাদি পশুর কতিপয় ব্যাধি ।

পশুপালকদিগের জন্য একখানি পুস্তিকা।

১৯১৬ সাল।

নিবেদন।

বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা বিভাগের অস্থায়ী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল এ, স্মিথ সাহেব, আই, সি, ভি, ডি, কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি এই পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করিলাম। যাহাতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের বোধগম্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে জনসাধারণে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল।

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

ভূমিকা।

ভারতবর্ষের অসামরিক পশুচিকিৎসা বিভাগের প্রথম ইন্স্পেক্টর জেনারল, স্বর্গীয় কর্ণেল জে, এচ্, বি, হ্যালেন সাহেব, সি, আই, ই, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "A manual of the more deadly forms of cattle disease in India" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক গোপালকদিগের জন্য মুদ্রিত করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় কর্ণেল ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করেন এবং ১৯০৩ সালে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ইহা নূতন নামে পুনর্লিখিত হইল। যে সহযোগীগণ রোগের দেশীয় নামের তালিকা প্রস্তুত করণে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন তাহাদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

জি, কে, ওয়াকার, মেজর,
ভারতীয় অসামরিক পশুচিকিৎসা বিভাগ

পুনা;
জুলাই, ১৯১৫।

সূচনা।

ভারতবর্ষীয় পশুগণ যতপ্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশেরই কারণ রোগের সংক্রামকত্ব অথবা অজ্ঞতা হেতু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। লেখক এই পুস্তিকায় কতকগুলি প্রধান প্রধান রোগ যাহা সচরাচর এদেশীয় পশুগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তদনুযায়ী কার্য্য করিলে মৃত্যু সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারিবে। অধিকাংশ রোগ সংক্রামক সুতরাং উহাদিগকে সংক্রামক রোগ শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। উপযুক্ত আহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের প্রত্যেকটীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা দুঃসাধ্য সেইজন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম গোপালকদিগের পালনার্থে গোচর করা গেল। গবাদি পশুদিগকে উপযুক্ত আহার ও বাসস্থান না দিলে তাহারা সহজে সংক্রামক এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে ও মারা যায়। শরীরের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে কারণ সংক্রামক রোগের বীজাণু ক্ষত স্থান দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের গাত্র পরিষ্কার রাখিবে এবং শোণিত-পিপাসু কীটাদির (মাছি, এঁটুলি ইত্যাদি) দংশন হইতে রক্ষা করিবে। প্রত্যেক গোপালকের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পশুখাদ্য সর্ব্বদা সঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পান করিতে দিবে কারণ দূষিত জল (ডোবা বা নালার) দেহের অনিষ্টকারক। গোশালা যাহাতে শুষ্ক থাকে ও তন্মধ্যে প্রচুর বায়ু সঞ্চালন করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা এবং ইহার চতুর্দ্দিক পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। প্রখর সূর্য্যকিরণ ও শীতাধিক্য হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন মল মূত্রাদি দূরে রাখা এবং ইহা যাহাতে পানীয় জলাশয়ে মিশিতে না পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সুযোগ থাকিলে সংক্রামক রোগে শিক্ষিত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। অধুনা অনেকগুলি সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য টিকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল ঔষধ যুক্ত-প্রদেশের মুক্তেশ্বর সহরে পশুচিকিৎসা বিভাগের কীটাণু তত্ত্বালয়ে প্রস্তুত হয়। শিক্ষিত চিকিৎসক ও ঔষধালয়ের অভাবে, সহজে গ্রাম্য বাজার হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এরূপ কতকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করা হইল। ঐগুলি বিশেষ ফলপ্রদ।

গবাদি পশুগণের জীবনবীমা সমবায় হইতে পশুপালকদিগের যে সকল উপকার হইতে পারে তাহার সবিশেষ বিবেচ্য উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। এই আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদাদি ভিন্ন ভিন্ন সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলে পাওয়া যাইবে।

ভারতীয় গবাদির কতিপয় ব্যাধি ।

পশুপালকদিগের জন্য একখানি পুস্তিকা ।
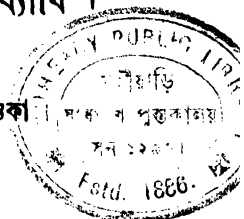
প্রথম অধ্যায় ।

সংক্রামক রোগ ও উহার প্রতিকার বিধান ।

যে সকল রোগ কীটাণু হইতে উৎপন্ন ও স্পর্শ বা শ্বাস প্রশ্বাসাদির দ্বারা শরীরস্থ হইয়া ব্যাপ্ত হয় তাহাদিগকে সংক্রামক রোগ বলে। পশুগণ ইহাদ্বারা পালে পালে আক্রান্ত হইলে ও রোগ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তখন ইহাকে দেশব্যাপক ব্যাধি বলা যায়। ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সচরাচর দেখা দিলে ইহাকে স্থানীয় রোগ বলে সংক্রামক রোগ নিবারণ করিতে হইলে যে কেবল মাত্র পীড়িত পশুদিগের চিকিৎসা করিলেই হইল তাহা নহে। যাহাতে রোগ অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হইতে না পারে তদ্বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত সংক্রামক রোগগুলি এদেশীয় গবাদি পশুদিগের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় :—

"গোবসন্ত, গলাফুলা, তড়্কা, বাদলা, ও এঁসো বা খুরাচল।" ইহাদের মধ্যে কোন কোনটা ভিন্ন জাতীয় পশুকে (গবাদি ভিন্ন) এবং কোনটা বা মানবকে আক্রমণ করে। সংক্রামক রোগ দমনার্থে যে সকল উপায় অবলম্বন আবশ্যক তাহা পরে বর্ণিত ও বিশেষ বিশেষ রোগে তদুপযোগী পৃথক পৃথক ব্যবস্থাগুলি লিখিত হইবে। এ সকল ব্যাধির আরোগ্য সংক্ষেপে ও দমনার্থে অধুনা টিকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে পৃথক করণের অসুবিধা অনেক হ্রাস করা যায়। নানা কারণে সংক্রামক রোগ পশুগণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে; যথা: ব্যাধিগ্রস্ত জীব ও তাহার পরিচারকের স্পর্শ, সংক্রামক বীজাণু দূষিত জল খাদ্য, গোশালা ও তৃণাদি। এই সকল রোগোৎপাদক কারণ স্মরণ রাখিলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রয়োজনীয়তা গোপালকদিগের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

(১) নবক্রীত পশুগণকে অন্তত ১০ দিবস পর্য্যন্ত পৃথক রাখা আবশ্যক কারণ তাহাদিগের মধ্যে কোনটা রোগাক্রান্ত থাকিতে পারে।

ইহাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃথক লোক নিযুক্ত করা বিধেয়। তাহাদের গাত্র পরিষ্কার রাখিবে ও তাহাদিগকে প্রত্যহ পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যদি কোনটায় জ্বর কিম্বা রোগের অন্য কোন লক্ষণ দেখা দেয় তাহা হইলে তাহাদিগকে অধিক দিবস পৃথকভাবে রাখিবে ও উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে।

(২) গবাদি পশুগণকে স্থানান্তরিত করিবার কালে যাহাতে তাহারা বাহিরের অন্যান্য পশুর সহিত মিশিতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে এবং গবাদি পশুর অপর কোন দল যেখানে পূর্ব্বে বাস করিয়া গিয়াছে এরূপ কোন সরাই বা বিশ্রাম স্থান তাহাদিগের বিশ্রামার্থ ব্যবহার করিবে না। যে সকল পশুকে মেলায় বা পশুপ্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়া হয় কিম্বা যাহারা পথে হয়ত সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তাহাদিগকে প্রথমোক্ত নিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(৩) যদি কোনটা পীড়িত হয় প্রথমে উহাকে সংক্রামক রোগাক্রান্ত বলিয়া ধারণা করিবে এবং অপরাপর পশুগণকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবে। যত শীঘ্র রোগের সংক্রামতার স্বরূপ নির্ণয় হয় তত ঐ রোগ প্রসারণের সম্ভাবণা হ্রাস করিতে পারা যায়।

(৪) সংক্রামক রোগে নীরোগ ও পীড়িত পশুগণকে পৃথক করা প্রথম কর্ত্তব্য। সংক্রামকদূষিত গোশালা পরিত্যাগ করিয়া পশুগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালে বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক স্থানে রাখিবে। যদি ইহা সম্ভবপর না হয় তবে নীরোগ পশুগণকে স্থানান্তরিত করিয়া পীড়িতদিগকে তথায় থাকিতে দিবে। প্রথমে স্থূলদৃষ্টিতে যে সকল পশুরা সুস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে হয়ত তাহাদেরও কয়েকটির শরীরে রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায় তাহারা দেখিতে সুস্থকায় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহারাও রোগগ্রস্ত রোগের অঙ্কুরাবস্থা), অতএব রোগের লক্ষণ প্রকাশের কাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত আপাতদৃষ্টিতে সুস্থকায় পশুদিগকেও রোগাক্রান্ত মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। সম্ভবপর হইলে ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালে বিভক্ত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে রোগের অঙ্কুরাবস্থা অতীত হইলে অনায়াসে রোগাক্রান্ত পশুগণকে চিনিয়া লইতে পারা যায়। প্রত্যেক সংক্রামক রোগের অঙ্কুরাবস্থা কাল একরূপ নহে। সেইজন্য এই ব্যবধানকাল বা অঙ্কুরাবস্থা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক কেন না কোন বিভক্ত পশুপাল তদন্তর্গত শেষ পীড়িত পশুটির আক্রমণ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হইলে নীরোগ বলিয়া ধরা যায় না। প্রত্যেক পালকে নিয়মিতরূপে পৃথকীকৃত ও পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

যদি কোনটার কোনও অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃথক করিবে এবং রোগ প্রকাশ পাইলে রোগীদের সঙ্গে রাখিবে। এরূপ পীড়িত পশু যেখানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানটি রোগ দূষিত ভাবিয়া লইবে। প্রথমে নীরোগ পশুপাল পরিদর্শন করিবে এবং পাদুকা প্রভৃতি দ্বারা সংক্রামক বীজাণু যাহাতে অন্যত্র ব্যাপ্ত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

(৫) হাঁসপাতাল কিম্বা সংক্রামিত স্থান (যেখানে পীড়িত পশু রাখা হয়, তাহা) সম্পূর্নরূপে পৃথক রাখা উচিত। গতিবিধি বন্ধ করিবার জন্য ইহা বেড়াবেষ্টিত করিয়া রাখিবে। পীড়িত পশুগণকে ও তাহাদের পরিচারকদিগকে ইহার মধ্যে আবদ্ধ রাখা বিধেয়। যদি কোন কারণ বশতঃ সেবকেরা বাহিরে যায় তাহা হইলে তাহাদের বস্ত্রাবরণ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবে। পীড়িত পশুগণের ও তাহাদের সেবকদের পানাহার ওই স্থানে পাঠাইয়া দিবে কিন্তু তথা হইতে কিছুই বাহিরে আনিতে দিবে না। কুকুর, কক্কুট বা অপর রোগবাহক জীব জন্তুদিগকে তথায় যাইতে দিবে না।

(৬) হাঁসপাতালের শুষ্ক ও পরিত্যক্ত তৃণাদি ইহার সীমানার মধ্যে রাশীকৃত করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে এবং মল মূত্রাদি একত্র করিয়া সীমানার মধ্যে প্রোথিত করিবে।

(৭) হাসপাতাল সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে ও সংক্রামক বীজাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে প্রচুর বায়ু সঞ্চালনের উপায় করা উচিত।

(৮) পীড়িত ও তাহাদের সংস্পর্শীয় গবাদি পশুগণকে পরিস্কৃত ও সম্ভবপর স্বাস্থ্যপ্রদ সুব্যবস্থায় রাখিবে। নরম ও সুপাচ্য আহার (কাঁচা ঘাস ভাতের মাড় প্রভৃতি) খাইতে দিবে। পীড়িত পশুকে জোর করিয়া বহুল পরিমাণে আহার দেওয়া বিধেয় নহে কারণ উহাতে তাহাদের পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৯) কোন পালের শেযাক্রান্ত পশুটির আরোগ্য লাভ হইতে একমাস কাল পর্য্যন্ত তদন্তর্গত কোন পশুকে রোগদূষিত স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিধেয় নহে এবং স্থানান্তরিত করিবার পুর্ব্বে কার্ব্বলিক এসিড বা ফিনাইল (১ ভাগ ঔষধ ও ১০০ ভাগ জল) দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

(১০) সম্ভবপর হইলে সংক্রামক রোগে মৃত পশুর সমগ্র দেহ মৃত্যুস্থানে পোড়াইয়া ফেলিবে নতুবা অন্ততঃ —জমির আড়াই হাত নিম্নে চূণও মাটীর সহিত প্রোথিত করিবে। যদি কবর হইতে চর্ম্ম চুরির

আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে উক্ত চামড়া সাধারণ সমক্ষে নানা স্থানে কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিবে। রক্তপাত হইতে দিবে না।

(১১ রোগদূষিত স্থান গোশালা বা উন্মুক্ত ময়দান) পুনরায় ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কীটাণুনাশক ঔষধদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া লইবে। গোশালার দেওয়াল ও মেজে, খাদ্যাধার প্রভৃতি চাঁচিয়া ঔষধদ্বারা ধৌত করিয়া সংক্রামক দোষ বিনষ্ট করিবে। যতদূর সম্ভব রৌদ্র প্রবেশ করিতে দিবে। সম্ভবপর হইলে বা নিরাপদ বিবেচনা করিলে জ্বলন্ত মশালদ্বারা দেওয়াল ও খাদ্যাধার সংস্কার করিবে। অল্প মূল্যের জীর্ণ ও পুরাতন গোলপাতার ঘর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া দিবে। ফুটন্ত গরম জলে কার্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সংক্রামক দোষ নিবারিত হয়। শেষে চূণ দিয়া ধৌত করিয়া লইবে

(১২) পীড়িত পশুর কম্বল, চট, সাজ ইত্যাদি অল্পমূল্যের ও পুরাতন হইলে পোড়াইয়া ফেলিবে কিম্বা জীবাণুঘাতক ঔষধ দ্বারা সংস্কার করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোবসন্ত বা গুটি।*

(গোমড়ক)।

নাম।—মাতা; বড় রোগ; বেদন; শীতলা; মারী; মন্থন; গুটি; মহামারী (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—ইহা সংক্রামক রোগ। গবাদি পশু, মেষ, ছাগল, উষ্ট্র ও বন্য রোমন্থনকারী পশুরা ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। শুনা যায় শূকরেরও এরোগ হয়। মানব জাতি ও অশ্ব ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ভারতের সকল স্থানে এই ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জেলায় ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে শতকরা ৯০ হইতে ১০০টি রোগাক্রান্ত পশুর মৃত্যু ঘটে। সমতল ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে হারে ৪০ হইতে ৫০টি মারা যায়। একবার এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলে ইহা দ্বারা পুনরাক্রান্ত হয় না। পীড়িত পশুর যাবতীয় রস ও মল মূত্রাদি হইতে এই রোগ প্রসারিত হইয়া থাকে। দেহের উক্ত রস ও পরিত্যক্ত পদার্থের সংস্পর্শে থাকিয়া পরিচারকগণ ইহার বীজাণু বিকীর্ণ করে।

কারণ তত্ত্ব।

পীড়িত পশু, অন্যান্য জন্তু ও ইহার চর্ম্মের দ্বারাও রোগের বীজাণু অন্যত্র বিস্তৃত হয়। রোগের বীজাণু উত্তাপ, শুষ্কণ, পচন ও ঔষধাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়। অদ্যাপি ইহার প্রকৃত রোগোৎপাদক কীটাণু আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা পীড়িত পশুর শোণিত বিধান-তন্তু ও মল মূত্রাদিতে থাকে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এই রোগের অঙ্কুরাবস্থ (শরীরে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিয়া প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাওয় পর্য্যন্ত কাল) ৩ হইতে ৭ দিবস।

লক্ষণ।—শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি এই রোগের প্রথম লক্ষণ (১০৪ হইতে ১০৫ ডিঃ)। ইহা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। স্ফূর্ত্তি-হীনতা, গাত্রত্বক্ রোমাঞ্চিত, চক্ষু ও মুখ গহ্বরের ঝিল্লী রক্ত সঞ্চয়

* যদিচ লোকে সচরাচর এই রোগকে গোবসন্ত বলিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহ বসন্ত ব্যাধি নহে।—অনুবাদক।

জনিত লাল বর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধস্বল্পতা ও রোমন্থন রোধ, কোষ্ঠ বদ্ধতা, শুষ্ক আমযুক্ত গোময় ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণগুলি পরে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিবসে মুখ মধ্যে ও জিহ্বাতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফোট দেখা যায়। পীড়িত পশুটি প্রায় মস্তক তলপেটের দিকে বাঁকাইয়া শুইয়া থাকে। চক্ষু হইতে জল পড়ে ও মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হয়। এই সময়ে তরল দুর্গন্ধযুক্ত আম ও রক্তমিশ্রিত মল নির্গত হয়। মুখের ভিতরের স্ফোটকগুলি ক্ষতে পরিণত হয়। কখন কখন চর্ম্মে ও পালানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকোদ্গম হয়। তরল মলত্যাগ আরম্ভ হইলে শরীর শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। পশুটির সংজ্ঞার অর্দ্ধলোপ এবং ৭ হইতে ১০ দিবসের মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হয়। ক্বচিৎ উদরাময় লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে মরে।

মৃতদেহের আকৃতি ভেদ।—শরীর শীর্ণ মুখে ও চক্ষুতে চটচটে ক্লেদ, পশ্চাৎভাগ ও পুচ্ছ তরল দাস্তে কলুষিত থাকে। মুখগহ্বরের ঝিল্লীতে ঘা ও ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। চতুর্থ পাকস্থলীতে প্রদাহ ও ক্ষত চিহ্ন লক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রাবরণ ঝিল্লী ঘোর লাল ও নাড়ী ব্রণসংযুক্ত থাকে। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে প্রদাহ প্রযুক্ত বর্দ্ধিত ও ক্লেদাবৃত্ত গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ অন্ত্রের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চয় জনিত লাল বর্ণ ও ইহার অধোভাগ রেক্টাম নামক মল নাড়ীতে লম্বমান লাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তাশয়ের ঝিল্লী প্রদাহ জনিত লাল বর্ণ হয় ও ইহাতে ক্ষত দেখা যায়। ফুস্ফুসে রক্ত সঞ্চয় ও ইহা বায়ু কর্ত্তৃক স্ফীত হয়।

চিকিৎসা।—ঔষধ সেবনে এই রোগে বিশেষ ফললাভ হয় না। উপযুক্ত আহার ও সেবা শুশ্রূষায় বিশেষ ফল দর্শায়। উদরাময়ের লক্ষণ প্রকাশ হইলে আভ্যন্তরিক ধারক ঔষধের প্রয়োগ নিষিদ্ধ কারণ তাহাতে ক্ষতি জন্মে। কোন কোন স্থানে পচন নিবারক ঔষধ যথা কার্ব্বলিক এসিড ও পটাস্ পারম্যানগ্যানাসের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ফল দর্শিয়াছে। কার্ব্বলিক এসিড ৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেড় সের জলে ও পারম্যাংগ্যানেট অব পটাস্ $\frac{২}{৩}$ হইতে ১$\frac{১}{৪}$ তোলা, উক্ত পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আইডিন ঔষধও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরাময় প্রারম্ভের পূর্ব্বে ২ নং ব্যবস্থা সেবন বিধি। দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা নাশ করিবার জন্য ৩ ও ৪ নং উত্তেজক ঔষধ দেওয়া যায়। ক্ষুদ কিম্বা কুট্টিত তিসি উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া উক্ত ঔষধের সহ ৪ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ্য। পীড়িত কিম্বা আরোগ্যোন্মুখ পশুদিগকে নীরস ও

দুষ্পাচ্য খাদ্য দেওয়া নিষিদ্ধ। নবদূর্ব্বাদল কিম্বা অন্যান্য তাজা সবুজ তৃণাদি সুপথ্য দিবে। ভাতের মাড়ের সহিত অল্প পরিমাণে লবণ দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা একখণ্ড সৈন্ধব লবণ পীড়িত পশুটির সম্মুখে রাখিয়া দিবে। গাত্র চট্ কিম্বা কম্বল দ্বারা আবৃত রাখিবে এবং উন্মুক্ত ছায়ায় থাকিতে দিবে।

প্রতিষেধক উপায়।—টিকা দিয়া সুস্থকায় পশুদিগকে ইদানিং রোগের আক্রমণ হইতে ত্রাণ করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রোগ পালে দেখা যাইবামাত্র শিক্ষিত চিকিৎসকের দ্বারা উহাদিগের টিকা দিয়া লইবে। ইহার প্রকার প্রথা বিবিধ কিন্তু সচরাচর ভারতে যে প্রকার টিকা দেওয়া হয় তাহা বিশেষ সুবিধাজনক কারণ ইহাতে জ্বর জ্বালা হয় না. গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাতের আশঙ্কা নাই ও বলদের কার্য্যে কোন অসুবিধা হয় না। টিকা দেওয়া পশুগুলিকে পীড়িত পশুর সংশ্রবে রাখিলে তাহারা সামান্য রূপে রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করে এবং চিরকালের নিমিত্ত এই রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। উপ-রোক্ত প্রকারের টিকায় আশু ফললাভ হইলেও উহার শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না সুতরাং পীড়িত পশুকর্ত্তৃক ব্যবহৃত গোশালা প্রভৃতি স্থান সংক্রামক বীজনাশক ঔষধদ্বারা সংস্কার করিয়া লইবে। পীড়িত পশুর সহবাসীদিগকে টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ তাহারা একে একে পীড়াগ্রস্ত হইয়া রোগ দীর্ঘকাল সমভাবে চলিতে থাকে।

এই মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত আধুনিক (সংক্রামক রোগ বিনাশক) সংস্কার উপায় সকল অবলম্বন করিবে। ইহাদ্বারা ও টিকা গ্রহণে রোগের মৃত্যু সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। স্বকীয় ও প্রতিবাসীর হিতার্থে এই সকল আধুনিক উপায় প্রত্যেক গোপালকেরই অবলম্বন করা উচিৎ।

তৃতীয় অধ্যায়।

গল. ফুলা।

নাম।—গলঘটু ; ঘরারিভ : ঘটু ; গুরকা ; গরগটি (হিন্দি) ;

কারণ তত্ত্ব।

প্রকৃতি।—ইহা সংক্রামক রোগ। কোন বিশেষ কীটাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ। ইহাতে শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে। পশু পক্ষীরা বিভিন্ন প্রকারে ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয়। গবাদি পশুগণ যে কোন বিশেষ প্রকারে আক্রান্ত হয় তাহা বর্ণিত হইল। প্রধানতঃ গো, এবং মহিষগণে এই রোগ দেখা যায়। বোধ হয় এই রোগের কীটাণুগণ আকারভেদে বা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য পশুজাতিকে আক্রমণ করে। মহিষে এই ব্যাধি অতি ভীষণরূপে দৃষ্ট হয় সেই জন্য ইহাকে "মহিষ ব্যাধি" বলে। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ নিম্ন ও জলাভূমিতে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। স্বভাবতঃ এই রোগের বীজাণু জলে ও মৃত্তিকায় থাকে এবং খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জলসহ কিম্বা ক্ষতস্থান দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। শুনা যায় যে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের দংশন কর্ত্তৃক ঘটিতে পারে কিন্তু তাহার সঠিক প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। যে সকল পশুগণ অযত্নে থাকে তাহাদের শরীরে স্বভাবতঃ এই রোগের বীজাণু প্রবেশ করে এবং ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িলে কিম্বা কোন কারণ বশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইলে তখন ইহাদের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

এই রোগের বীজাণু অল্প পরিমাণে সুস্থকায় পশুগণকে খাওয়াইলে তাহারা ইহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে এবং এইরূপে ইহারা রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায়। একবার আরোগ্যলাভ করিলে প্রাণীগণ পুনরায় ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয় না। প্রধানতঃ পশুশাবকেরা ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং প্রায়ই গ্রামের অল্প সংখ্যক পশু রোগগ্রস্ত হয়। রোগের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৮৫ টী হইতে ৯০ টী পর্য্যন্ত। ইহার অঙ্কুরাবস্থা ১ হইতে ৩ দিবস কাল।

লক্ষণ।—সচরাচর প্রবল জ্বর, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ও শরীরের গ্লানি দেখা যায়। মুখ, নাসিকা, ও চক্ষুর ঝিল্লী রক্তবর্ণ ও মুখ হইতে লাল পড়ে। কণ্ঠে গরম ও বেদনাদায়ক কঠিন স্ফীতি ইহার প্রধান লক্ষণ এবং ইহা মস্তকে ও গলদেশে এবং কোন কোন স্থলে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জিহ্বা ফুলিয়া উঠিয়া মুখগহ্বর হইতে বহির্ভূত

হইয়া পড়ে ও ইহার স্বাভাবিক রং বদলাইয়া যায় (বেগুনের রংগের মত) ক্রমশঃ শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হইয়া উঠে এবং ১২ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। কখনও বা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। অন্ত্রে প্রদাহ হইলে পেটবেদনা উদরাময় ও আমাশয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থায় কণ্ঠে স্ফীতি থাকিতে না পারে। কখনও বা এই রোগে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হয় ও মৃত্যু ঘটে। ইহা অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী।

মৃতদেহের আকৃতি ভেদ।—গলে স্ফীতি থাকিলে ঐ স্থানের চর্ম্ম স্থূল ও তাহার নিম্নস্থ বিধান-তন্তু বা পেশী হরিদ্রা বর্ণের ঘন রসে সিক্ত থাকে। জিহ্বা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে ও কণ্ঠদেশে ঘোর লালবর্ণের রেখা দেখা যায়। শ্বাসনালী ও ফুস্‌ফুসে ফেনযুক্ত রস থাকে ও ফুসফুস যন্ত্রের স্ফীতি দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে প্রদাহের লক্ষণ দেখা যায়। শোণিতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। চতুর্থ পাকস্থলীতে প্রায় প্রদাহ জন্মে এবং ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত ও ঘোর লালবর্ণ দেখায়। অন্ত্রেও প্রদাহ জন্মিতে পারে। প্লীহা ও যকৃত প্রায় রূপান্তরিত হয় না।

চিকিৎসা।—নিম্নলিখিত সংক্রামক বীজাণুঘাতক ঔষধগুলি কোন কোন স্থলে ফলপ্রদ হইতে দেখা গিয়াছে। যথা:—কার্ব্বলিক এসিড (৩০ হইতে ৬০ ফোটা), ফিনাইল (১ কাঁচ্চা) ও পারম্যানগ্যানেট্ অব পটাস (৩ হইতে ১২ দুয়ানি), দেড়সের জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। আইওডিন ঔষধেও ফল পাওয়া যায়। এই রোগের গতি এত দ্রুত যে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না। এদেশে সচরাচর লৌহশলাকা গরম করিয়া স্ফীত স্থান দগ্ধ করা হয়। উপযুক্ত চিকিৎসক পাইলে ও বিশেষ প্রয়োজন মনে করিলে শ্বাসনালী ছেদ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের স্বচ্ছন্দতা লাভের উপায় করা বিধেয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট না থাকিলে ২ নং বিরেচক ও তৎপরে ৪ নং উত্তেজক ব্যবস্থা ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। খুদসিদ্ধ জল বা ফেন পান করিতে দিবে।

প্রতিষেধক উপায়।—পীড়িত পশুকে সত্বর পৃথক করা আবশ্যক এবং সংক্রামক রোগ নিবারক নিয়মগুলি পালন করা বিধেয়। ইহার শোণিত ও মল মূত্রাদি সংক্রামক। এইগুলি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুসারে নষ্ট করিবে। মৃতদেহ দগ্ধ বা প্রোথিত করিবে। তাজা কাঁচা ঘাস, ভাতের মাড় প্রভৃতি আহার, পরিষ্কার পানীয় জল ও বাসস্থান রোগ নিবারণের বিশেষ উপায়। কোন কোন স্থানে কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে এই রোগ দেখা দেয় সুতরাং সেই সকল স্থানে উক্ত সময়ে পশুদিগকে চরিতে যাইতে

দবে না। তৃণাদি পশুখাদ্য উচ্চ স্থানে সাবধানে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। স্থানীয় পুষ্করিণীর জলে গোশালার পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জল মিশিতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুষ্করিণীতে পড়ে ও তাহাতে পানীয় জল বিষাক্ত হইয়া সংক্রামক রোগ জন্মায়। আরোগ্যোন্মুখ মহিষগণকে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিতে দিবে না। অধুনা গো মহিষাদি পশুগণকে টিকা দিয়া এই রোগ হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে কিছুকাল নির্ভয় হওয়া যায়, রোগ কোন স্থানে দেখা দিলে কিম্বা ইহার সম্ভাবনা থাকিলে সত্বর নীরোগ পশুদিগকে টিকা দিয়া লইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

তড়্কা।

প্লীহা জ্বর।

নাম।—গরহি ; গোলা ; গিলটি (হিন্দি)।

প্রকৃতি ;—ইহা সংক্রামক রোগ। এক প্রকার কীটাণু দ্বারা রক্ত দূষিত হয়। সকল প্রকার পশু ও মানব জাতিতে ইহা দেখা যায় ; হস্তী অশ্ব, গবাদি পশু, উষ্ট্র, মেষ ও ছাগলে ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুকুর ও শূকরে এই রোগ প্রায় দৃষ্ট হয় না। গলাফুলা রোগের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় ইহার প্রকৃত নির্ণয়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ভারতের সমতল ক্ষেত্রের গবাদি পশুগণ সচরাচর ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পার্ব্বতীয় গো, মেষ ও ছাগলে কখন কখন ইহার তীব্র প্রকোপ দেখা গিয়াছে। নিম্ন ও জলাময় ভূমিতে এই রোগের কীটাণু থাকে এবং তৃণাদি আহার্য্য ও পানীয় জলসহ ইহার বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। আবার চর্ম্মে ক্ষত থাকিলে ইহার বীজাণু মক্ষিকা কর্ত্তৃক ক্ষতস্থানে নীত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।

কারণ তত্ত্ব।

স্থানবিশেষে সংক্রামিত বীজ হেতু এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। গোময়াদি "সার" হইতে এই রোগ অন্যত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার বীজাণু অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিষাক্ত থাকে। রোগাক্রান্ত পশুর মৃত দেহ এবং তাহার অস্থি ও চর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত না হইলে সংক্রামক বলিয়া জ্ঞান করিবে।

রোগাক্রান্ত পশুগণের মধ্যে শতকরা ৮০ হইতে ১০০টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২ হইতে ৩ দিবস কাল রোগ অঙ্কুরাবস্থায় থাকে।

লক্ষণ।—এই রোগ অতি অল্পকাল স্থায়ী। এমন কি অনেক সময়ে দেখা যায় যে পশুটি হঠাৎ মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জ্বরের প্রকোপ অতি প্রবল (১০৬ কি ১০৭ ডিগ্রি); চক্ষু, নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (পরদা) লালবর্ণ, পেটে বেদনা, রক্ত মিশ্রিত গোময় ও মূত্র দেখা যায়। শরীরের স্থানে স্থানে প্রসারিত স্ফীতি দেখা যায় কিন্তু উহা ক্লেশ দায়ক নহে। কখন কখন পীড়িত পশুটি প্রথমে অত্যন্ত উত্তেজিত অনন্তর নিস্তেজ হইয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস অতি কষ্ট সাধ্য

হয়, পরে টলিতে টলিতে পড়িয়া যায় ও সংজ্ঞালোপ হইয়া আক্ষেপাবস্থায় (হস্ত পদাদি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া) প্রাণত্যাগ করে।

মৃতদেহের বিকৃত ভাব।—মৃতদেহটি অতিশয় ফুলিয়া উঠে ও সত্বর পচিতে থাকে। ত্বক্‌ছেদ করিলে বিশেষতঃ গলদেশে ও স্ফিতস্থানে এক প্রকার আঠাময় তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্ত আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও গাঢ়। মাংসপেশী সকল কোমলতর ও রক্তস্রাবাভিষিক্ত থাকে। আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি রক্ত রঞ্জিত স্রাবাভিষিক্ত থাকে। শরীরের অন্যান্য বিধান তন্তুগুলি আঠাময় তরল পদার্থে সিক্ত থাকে।

ফুস্‌ফুস্‌ ঘোর রক্তবর্ণ, শ্বাসনালী ও ইহার শাখা প্রশাখা ফেনযুক্ত রক্তে আপ্লুত থাকে। প্লীহার বিশেষ রূপান্তর দেখা যায়। ইহা অতিশয় বর্দ্ধিত ও কোমল বা নরম হয়। সম্বর্দ্ধিত হইয়া কখনও বা ইহা বিদারিত হয়।

চিকিৎসা।—এ রোগের ঔষধ নাই। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কার্ব্বলিক এসিড, ফিনাইল, আইওডিন প্রভৃতি কীটাণুনাশক ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ফলপ্রদ হয় কি না তাহা সন্দেহ জনক।

প্রতিষেধক উপায়।—রোগ দেখা দিলে পীড়িত পশুকে পৃথক করিয়া স্থানটি বর্জ্জন করিবে। আহার ও পানীয় জলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা কিম্বা নীরোগ পশুগুলিকে অন্য গোষ্ঠে লইয়া যাওয়া বিধেয়। রোগমৃত শব পোড়াইয়া ফেলা কিম্বা চূণ মিশ্রিত করিয়া প্রোথিত করা শ্রেয়ঃ। উহার ব্যবচ্ছেদ কোনরূপে বিধেয় নহে। মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে হইলে নাসিকা, মুখগহ্বর ও গুহ্যদ্বার বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য কারণ তাহা না হইলে উক্ত স্থান হইতে সংক্রামিত রসের ক্ষরণ হইয়া থাকে।

পীড়িত পশুর সংস্পর্শীয় পশুগণকে টিকা দিয়া কিছু কালের জন্য নিরাপদে রাখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাদলা।

নাম।—গোলি; সূজ্ওয়া; গরৃহি; জহরবাত (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—এই সংক্রামক রোগ গো, মেষ, ও মহিষে দেখা যায়। কচিৎ উষ্ট্র ও ছাগল ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কারণ তত্ত্ব। সচরাচর ৩ মাস হইতে ৪ বৎসরের পশুগণকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। স্থান বিশেষে বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে ইহার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য হয়। নিম্ন ও জলা ভূমিতেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। কোন বিশেষ কীটাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ, ইহারা মৃত্তিকায় থাকে এবং মুখ, পদ, কিম্বা খুরের ক্ষুদ্র ক্ষত স্থান দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে।

কোন কোন চিকিৎসা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের ধারণা যে এই রোগের কীটাণু ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, পরে যখন পশুটি কোন কারণে দুর্ব্বল হয়, তখন আপন প্রকোপ বিস্তার করে। একবার রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলে পুনরাক্রমণ প্রায় দেখা যায় না। রোগের অঙ্কুরাবস্থা দুই দিবস কাল।

লক্ষণ।—রোগের বৃদ্ধি অতি সত্বর ও অল্প রোগীই ইহা হইতে ত্রাণ পায়। পীড়িত পশুটি পাল হইতে পৃথক হইয়া নিস্তেজভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। খুঁড়াইয়া চলে। পশ্চাৎ পদের উপরিভাগে স্কন্ধে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে (পৃষ্ঠে বক্ষে, কটিদেশে ও কখনও বা মুখগহ্বরে ও কণ্ঠে) স্ফীতি দেখা যায়। কখনও বা কতকগুলি স্ফীতির আবির্ভাব হয়। ইহা প্রথমে উষ্ণ ও বেদনাদায়ক থাকে এবং অতি শীঘ্র আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও টিপিলে কড় কড় করে। স্ফীত স্থান ছেদ করিলে উহা হইতে অম্ল গন্ধযুক্ত বাষ্প ও ফেনযুক্ত রস নির্গত হয়।

রোগের প্রকোপ ও স্ফীতি যতই বৃদ্ধি পায় পীড়িত পশুটির অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস অতি কষ্টকর হয়, দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি পায় ও সংজ্ঞা লোপ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

মৃত দেহের বিকৃতভাব বা রূপান্তর।—দেহ সত্বর পচিতে থাকে। স্ফীত স্থান ছেদ করিলে তাহার নিম্নস্থ মাংসপেশী সকল কোমল, ভঙ্গুর ও কৃষ্ণবর্ণ দেখায় এবং ইহা হইতে এক রকম পুতিগন্ধ নির্গত হয়।

স্ফীতির নিকটস্থিত গ্রন্থি সকল ফুলিয়া উঠে। শোণিত ও প্লীহায় কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না।

চিকিৎসা।—ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে এতাবৎ বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। স্ফীতি ছেদ করিয়া ক্ষতস্থান তারপিন তৈল দ্বারা সিক্ত কিম্বা তীব্র সংক্রামক বীজাণু নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

প্রতিষেধক উপায়।—পূর্ব্বোল্লিখিত সংক্রামক রোগের নিয়মাবলী পালন ও মৃতদেহের যথাযথ সৎকার করিবে। পীড়িত পশুকর্ত্তৃক ব্যবহৃত গোষ্ঠ ত্যাগ করা বিধেয়। রোগ পালে দেখা দিলে নীরোগ পশুগণকে শিক্ষিত পশু চিকিৎসকের দ্বারা টিকা দিয়া লইবে। ইহার ফল প্রায় বৎসরাবধি স্থায়ী হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এঁসো বা খুরাচল রোগ।

নাম।—মানখুর; খুরপাকা; খুরায়া; রোয়া; খোরা (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—এঁসো রোগ বড়ই সংক্রামক। ইহাতে মুখে, খুরে ও পালানে "ফুস্কুড়ি" দেখা দেয়। গো, মহিষ, মেষ, ছাগল ও শূকর ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কারণ তত্ত্ব।

অন্যান্য গৃহপালিত পশু ও মানব জাতিও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এইরোগ দেখা যায় এবং যদিও ইহা সকল পশুদিগের মধ্যে মারাত্মক নহে তথাপি পীড়িত পশুগণ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় অনেক ক্ষতি করে। সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশের পশুগণে ইহার প্রকোপ বেশী, ইহার সংক্রামকতা পীড়িত পশু, গোপগণ এবং তৃণাদি আহার্য্য শস্যের দ্বারা অন্যত্র ব্যাপ্ত হয়। গো-চারণ মাঠ, পশুশালা, রেলগাড়ী ও অন্যান্য স্থান পীড়িত পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। খাদ্যাধার ও উক্ত প্রকারে দূষিত হয় ও বহুকাল পর্য্যন্ত সংক্রামিত থাকে সেই জন্য ইহা সংক্রামক বীজ নাশক উপায় দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইবে। জীবনে পুনঃপুনঃ ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। ইহার অঙ্কুরাবস্থা ১ হইতে ৭ দিবস কাল।

লক্ষণ।—অগ্নিমান্দ্য, কম্পন ও অবসন্নতা রোগের প্রথম লক্ষণ। খুরে বেদনা হয় তজ্জন্য পশুটি সর্ব্বদা পা নাড়িতে থাকে; পরে পা শক্ত হইয়া খোঁড়ায়। মুখ হইতে লাল পড়ে এবং ওষ্ঠাধর দ্বারা এক রকম চক্ চক্ শব্দ করে। জিহ্বায়, মাড়িতে মুখের মধ্যে বাজরা বা মটরের ন্যায় ছোট ছোট ফোস্কাকৃতি বিশিষ্ট গুটী দেখিতে পাওয়া যায়। মুখাভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল বর্ণ ধারণ করে। এই সকল পিড়কা পরে বড় হয় এবং উহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইয়া ক্ষতে পরিণত হয়। মুখের পীড়া বেশী হইলে ক্রমান্বয়ে লাল পড়ে। কখন কখন রোগ মুখেতেই প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রায় মুখে ও খুরে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। খুরের মধ্যে ও উপরিভাগ গরম ও বেদনাযুক্ত থাকে। ইহাতে ফুস্কুড়ি দেখা দেয় ও ইহা ফাটিয়া ঘায়ে পরিণত হয়। কখনও বা খুর খসিয়া পড়ে ও ইহার অন্তর্গত কোমল মর্ম্মস্থল আবরণ বিহীন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত উক্ত স্থানটি আঘাত হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। নচেৎ তথায় কীট জন্মিয়া উপসর্গ

বাড়াইবে। দুগ্ধবতী গাভীর পালানে ও বাঁটে পিড়কা দেখা যায় এবং উহার দুগ্ধদান ক্ষমতা অনেক হ্রাস পায়। অনশনে ও বেদনায় পশুটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থলে শিং খসিয়া পড়ে। রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষা করিলে এ রোগের মৃত্যু সংখ্যা অতি কম হয় কিন্তু দুর্ব্বল ও বৎসতরী ইহা দ্বারা মারা পড়ে। মেষ ও ছাগলেও এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, সচরাচর তাহাদের পায়ে এই রোগ জন্মায় ও তাহাদিগকে জানুর উপর ভর দিয়া নড়িতে চড়িতে দেখা যায়।

চিকিৎসা :- পীড়িত পশুগুলিকে বিশ্রাম দেওয়া ও তাহাদের রীতিমত সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক। গোশালার মেজে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রাখিবে। খুদ্‌সিদ্ধ মাড় গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে কয়েকবার দিনের মধ্যে খাইতে দিবে। লবণ ইহাদের পক্ষে হিতকর। সোহাগা কিম্বা ফটকিরির জলে মুখ প্রক্ষালন করাইবে (১২ নং ব্যবস্থা)। খুর পরিষ্কার করিয়া ১৫ নং জীবাণুঘাতক কিম্বা ১৯ নং ধারক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া পরিশেষে ক্ষতান্তক ঔষধের প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। উপরোক্ত প্রকারে পা পরিষ্কার করিয়া ক্ষতে আল্‌কাতরা লাগাইয়া দিলেও চলিবে। ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত ও যাহাতে ইহার উপর মাছি বসিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। রোগ অধিকতর বলবৎ হইলে কিম্বা খুরের ভিতর নালী ঘা হইলে অথবা ইহাতে ক্রিমি থাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যবস্থেয়। খুরের পতনোন্মুখ অংশ কাটিয়া বাদ দিবে ও পুঁজাদি ক্লেদ নির্গমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড় দিয়া আবৃত রাখিবে।

একসঙ্গে বহুসংখক পীড়িত পশুকে চিকিৎসা করিতে হইলে জমিতে একটি ছোট রকমের "চৌবাচ্ছা" খনন করিয়া ও তাহা ত্রিপলাস্তরণে আচ্ছাদিত করিয়া ১৫ কিম্বা ১৯ নং ঔষধ দ্বারা পুর্ণ করিবে; পীড়িত পশুগণকে তাহার মধ্যে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রাখিবে। পরে ক্ষত স্থানে আলকাতরা লাগাইয়া দিবে।

প্রতিষেধক উপায়। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি বিশেষরূপে পালন করিবে। কখন কখন পায়ে অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঘা থাকে এবং তৎকর্ত্তৃক রোগ অন্যত্র বিস্তৃত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। পীড়িত পশুটি আরোগ্য লাভ করিলে অন্ততঃ মাসাবধি উহাকে পৃথক রাখিবে। পীড়িত গাভীর দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটন্ত করিয়া লইলে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

এঁটুলে রোগ।

(গো ম্যালেরিয়া।)

নাম।—রক্ত প্রস্রাব ; জরদ্ বোখার : লাল পিসাব (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—ইহা সংক্রামক শোণিত রোগ। সংক্রামিত এঁটুলি নামক কীটের দংশন হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। গো, অশ্ব, কুকুর ও মেষগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ এক শ্রেণীর এঁটুলি কীট কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া জ্বরগ্রস্ত হয়। পশুর শোণিতপায়ী এঁটুলি হইতে এই রোগের বীজাণু তৎ-শিশুতে আরোপিত হয়, সুতরাং শিশু এঁটুলি সংক্রামক বলিয়া ধারণা করিবে।

কারণ তত্ত্ব।

অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশের গবাদি পশুগণে এ রোগের মৃত্যু সংখ্যা অল্পতর, যদ্যপি বসন্ত কিম্বা অপরাপর বলহানিকর উপসর্গাদির সংযোগ না থাকে। অনেক পশু রোগাক্রান্ত হইলেও শরীরের বিশেষ অসুস্থতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন গোষ্ঠ ও গোশালা এঁটুলে কীটগণ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ইহাদের বিনাশ সহজ-সাধ্য নহে। সংক্রামিত এঁটুলে দ্বারা দষ্ট হইলে ৩ হইতে ৭ দিবসে এবং সংক্রামিত গোষ্ঠে ও গোশালায় নীরোগ পশুকে রাখিলে প্রায় ৬ সপ্তাহ মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

লক্ষণ।—ভারতে ইহার প্রকোপ তত প্রবল নহে। বলবৎ রোগে, তীব্র জ্বর, রক্তমূত্র, প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধতা পরে উদরাময়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীর সত্বর অবসন্ন হইয়া ৪ কিম্বা ৫ দিবসের মধ্যে পীড়িত পশুটি প্রাণত্যাগ করে। পুরাতন বা জীর্ণরোগে স্বল্প জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা রক্তস্বল্পতা, মূত্রস্বল্পতা (কখনও বা রক্ত-মিশ্রিত) ও শারীরিক শীর্ণতা প্রভৃতি উপদ্রব সকল লক্ষিত হয়। অণু-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পরীক্ষা করিলে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে পারা যায়

মৃতদেহের রূপান্তর।—বক্ষে ও তলপেটে শোথজনিত স্ফীতি দেখা যায়। মাংস পেশী সকল বিবর্ণ ও ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়। রক্ত কণিকার স্বল্পতাহেতু শোণিত ফ্যাঁকাসে লাল ও জলের মত দেখায়। প্লীহা

বর্দ্ধিত, রক্তাধিক্য ও কৃষ্ণ বর্ণ; যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থি বৃহদাকার এবং অন্ত্র রক্ত সঞ্চয়জনিত লাল বর্ণ দেখায়:

চিকিৎসা।—ইদানীং "ট্রাইপ্যান ব্লু" পরিশ্রুত জলে মিশাইয়া ত্বকনিম্নে প্রবেশ করাইলে এই রোগে বিশেষ ফলদায়ক হয় কিন্তু ইহাতে শিক্ষিত চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক। প্রচুর সুপাচ্য পথ্য দ্বারা বলাধান করিবে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। ৫ নং বলকারক ঔষধ এরোগে সেবন বিধি।

প্রতিষেধক উপায়। সংক্রামিত স্থানের পশুগুলিকে পৃথক করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া গাত্রস্থিত সমস্ত এঁটুলি মারিয়া ফেলিবে ও সংক্রামিত গোষ্ঠ লাঙ্গল দিয়া জমি কর্ষিত করিয়া মেষাদির চারণ জন্য ব্যবহার করা বিধেয়। গোশালা উত্তমরূপে পরিষ্কার করা আবশ্যক। ছোট ছোট ছিদ্র প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিবে যেহেতু তাহার ভিতর এই সকল কীট লুক্কায়িত থাকে। অগ্নি সংযোগই ইহাদের বিনাশ সাধনের বিশিষ্ট উপায়। যে দেশে এই রোগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক সেই দেশে টিকা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

বসন্ত।

(মসূরিকা।)

নাম।—গো। ফোটা ; মেষের গুটি ; উষ্ট্রের গুটি ; মাতা ; চীচক।

প্রকৃতি।—ইহা সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক রোগ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পশুগণ প্রকার ভেদে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(কারণ তত্ত্ব।)

পীড়িত পশুদিগের গাত্রে মসূর কলায়ের ন্যায় পীড়কা বা উদ্গাম উপস্থিত হয় এবং রোগের প্রকার ও আকার ভেদের সঙ্গে শারীরিক উপসর্গাদির তারতম্য দেখা যায়।

গো, অশ্ব মেষ, মহিষ, উষ্ট্র, ছাগল. কুকুর, শূকর ও মনুষ্যে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। মানব ও মেষের বসন্ত বীজাণু পৃথক শ্রেণী-ভুক্ত। অন্যান্য জাতির বসন্তবীজাণু হইতে ইহাদের প্রকোপ ভীষণতর। গুটির বীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মানুষ বসন্ত রোগ হইতে অব্যাহতি পায়, কিন্তু মেষে এই শুভ ফল লক্ষিত হয় না। মানব ভেড়ার বসন্ত বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না। পীড়িত পশুর স্পর্শাক্রমণে বা এই রোগ-সংক্রামিত বস্তু বা ব্যক্তির দ্বারা ইহা অন্যত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দুগ্ধদোহনকারী কর্ত্তৃক রোগাক্রান্ত গাভী হইতে নীরোগ দুগ্ধবতী গাভীতে রোগান্তরিত হয়। রোগের অঙ্কুরাবস্থা ৩ হইতে ৫ দিবস কাল। যে সকল লক্ষণ গরু ও মেষে দেখা যায় তাহাই বর্ণিত হইল।

লক্ষণ।—এ রোগ গরুতে মারাত্মক নহে। প্রধানতঃ গাভীর দুগ্ধা-ধারে বা পালানে ও বাঁটে ইহার লক্ষণ দেখা যায়। মৃদুজ্বর, শারীরিক গ্লানি ও দুগ্ধের স্বল্পতা দৃষ্ট হয়। পালানে ও বাঁটে মসূর কলায়ের আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট ছোট ছোট রক্তবর্ণ "ব্রণ" দেখা দেয়। উহা ২ দিবসের মধ্যে জল বুদবুদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া ১০ দিবস পর্য্যন্ত আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও উহার মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া পরে পাকযুক্ত হয়। অবশেষে শুষ্কভাব ধারণ করিয়া ২০ দিবসের মধ্যে উপরিস্থিত পাতলা বাদামি রংয়ের চাম স্খলিত হইতে থাকে। তখন সেই স্থান মসৃণ লালবর্ণ ও অবনমিত (নামাল) দেখায়। ক্বচিৎ মস্তকে, উরুদেশে বা অণ্ডকোষের উপরিভাগে ব্রণ দেখা যায়।

বৎসের ওষ্ঠে ও মুখাগ্রে, অশ্বের গুলফে বা পাদমূলে, জননেন্দ্রিয়ে এবং নাশারন্ধ্রে ও ওষ্ঠোপরে ঐ সকল স্ফোট দেখা যায়। ছাগলে এ

রোগ প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু কখন কখন মেষের ন্যায় ইহারাও ভীষণ রূপে আক্রান্ত হয়।

মেষের বসন্তরোগের অঙ্কুরাবস্থা ৪ হইতে ৭ দিবস কাল কোন কোন স্থলে আরও অধিক হয়। পীড়িত পশুটি পাল ছাড়িয়া পৃথক থাকে। গাত্র সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, রোমন্থন ক্রিয়া ও আহারাদি বন্ধ থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়; চক্ষু ও নাসিকা হইতে ক্লেদ বাহির হয়। লোম বিহীন স্থান (যথা মস্তক, জঙ্ঘার ভিতর দিক, পালান ইত্যাদি) লালবর্ণ ধারণ করে। পরে ৩ দিবসের মধ্যে স্ফোট দেখা দেয়; উহা ২, ৩ দিনে ফোস্কায় পরিণত হয়। ফোস্কাগুলি দেখিতে চেপ্টা। ৫, ৬ দিনে ফোস্কাগুলি পাক বিশিষ্ট হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং ইহার চতুর্দ্দিক ফুলিয়া উঠে। পরে ক্রমশঃ উহারা শুষ্ক হইতে থাকে এবং আরও ৫, ৬ দিনে, শল্কের ন্যায় উপরিস্থিত খোলসগুলি পতিত হয়। তখন তৎ তৎ স্থান অবনমিত দেখায়। কখন কখন কতকগুলি সপুজ ফোস্কা একত্রে সংযুক্ত হয় তখন প্রবল জ্বর ও শরীরে গ্লানি বৃদ্ধি পায়, মস্তক ফুলিয়া উঠে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ও গলাধঃকরণ কষ্টে সাধিত হয়। কখনও উদরাময়ে বা অন্ধে পরিণত হইতে পারে।

রোগের মৃদু প্রকোপে ৩, ৪ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে ও ইহাতে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৭টি। কিন্তু সচরাচর ইহাতে ২০ হইতে ৩০টি মারা যায়। ইহার প্রবল প্রকোপে শতকরা ৯০টি মরে। মেষে এই রোগে অনেক ক্ষতি করে। এমনকি মৃদু রোগেও গর্ভপাত, লোম-বর্জ্জন, দুর্ব্বলতা ও অন্ধ হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। একবার আরোগ্যলাভ করিলে জীবনে পুনরায় ইহা দ্বারা প্রায় আক্রান্ত হয় না।

গবাদির চিকিৎসা।—১ নং বিরেচক ব্যবস্থেয় এবং উহাদিগকে সুপাচ্য ও স্বল্পাহারে রাখিবে। সতর্কতার সহিত দুগ্ধ দোহন করিবে। বাঁটের ক্ষত ঘা ১২ নং ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া সোহাগা চূর্ণ লাগাইয়া দিবে। রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ মনুষ্যের অনুপযোগী। পীড়িত পশু ও তাহার বৎস পৃথক্ করিয়া রাখিবে। দুগ্ধ দোহনের পর দোহনকারীর হস্ত উত্তমরূপে ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। দুগ্ধাধার প্রভৃতি ফুটন্ত গরমজলে শোধিত করিয়া লইবে।

মেষের চিকিৎসা।—পীড়িত মেষগুলিকে শীতল ছায়া বিশিষ্ট স্থানে রাখিবে ও যাহাতে তাহারা রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। মাছি ও অন্যান্য রোগবাহক কীটাদি গাত্রে যথাসম্ভব বসিতে দিবে না। পরিষ্কার পানীয় জল, কাঁচা ঘাস, লবণ ইত্যাদি সম্মুখে রাখিবে। প্রত্যহ ৩ দুয়ানি ওজন সোরা আহারের সহিত সেবন

করাইবে। স্ফোটকগুলিতে সোহাগা চূর্ণ কিম্বা ১৫ হইতে ১৮ নং ঔষধ-গুলি বিধিমতে প্রয়োগ করিবে। চক্ষু ও নাসিকায় ১২ নং ঔষধ সেচন করিলে নেত্রকোপ ও নাসাপাক প্রশমিত হয়।

পীড়িত পশুকে পৃথক রাখিবে। নীরোগ মেষগুলিকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করিবে। নিকটবর্ত্তী মেষপালকগণকে তাহাদের মেষগুলিকে পীড়িত মেষপাল ও তৎকর্ত্তৃক ব্যবহৃত চারণ হইতে পৃথক রাখিবার জন্য সাবধান করিয়া দিবে। মেষগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালে বিভক্ত করিয়া রাখা শ্রেয়ঃ। রোগের প্রকোপ ভীষণ হইলে পীড়িত মেষগুলিকে বধ করিয়া প্রোথিত করিলে বা জ্বালাইয়া দিলে রোগ বিস্তার নিবারিত হইবে। যখন ব্রণ শুষ্ক হইয়া উপরের চাম স্খলিত হইতে থাকে তখন এই ব্যাধির সংক্রামকতার প্রকোপ প্রবল হয়। রোগমুক্ত মেষ-গুলিকে ৬ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত নিরোগ মেষগণ হইতে পৃথকীকৃত করিবে কারণ তখনও পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা রোগ ব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই রোগে টিকা দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইহাতে শিক্ষিত চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক।

নবম অধ্যায়।

যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ।

নাম।—শুখা; খানাজীর; ক্ষয় হিন্দী)।

প্রকৃতি।—ইহা সংক্রামক রোগ। মনুষ্য, যাবতীয় পশু ও বিহঙ্গমাদিতে ইহার প্রকোপ দেখা যায়। ছাগলে ও ভেড়ায় এই রোগ বিরল। অন্যান্য সংক্রামক

কারণ তত্ত্ব।

রোগের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ইহার প্রকোপ সচরাচর দৃষ্ট হয় না, তবে সহরের আবদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর গোশালার পশুদলে বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীগণে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পীড়িত গাভীর দুগ্ধদ্বারা মনুষ্যে এই রোগ জন্মে। কোন বিশেষ কীটাণু এই রোগোৎপত্তির কারণ। উক্ত কীটাণু পীড়িত পশুর শরীর নিঃসৃত রসে কিম্বা মল মূত্রাদিতে ও শরীরের বহির্ভাগে জীবিত থাকিতে পারায় তৃণাদি খাদ্যে, পানীয় জলে, গোয়াল প্রভৃতি স্থানে ও তথাকার বায়ুতে বর্ত্তমান থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস, পানাহার ও ক্ষত স্থান দিয়া রোগের বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। কখন কখন পীড়িত পশুর সঙ্গমেও রোগ অন্যে ব্যাপ্ত হয়। ইহার অঙ্কুরাবস্থা ১০ হইতে কয়েক সপ্তাহ কাল।

লক্ষণ।—প্রধানতঃ ফুস্‌ফুসে এই রোগ জন্মে। প্রথমে খুস্‌খুসে কাসি দেখা যায়। জলপান কিম্বা অধিক পরিশ্রম করিলে পর কাসির বৃদ্ধি হয়। শ্বাশ প্রশ্বাস কষ্টকর, রোগী স্ফূর্ত্তিহীন ও পেট ফাঁপে। শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে ও চক্ষুদ্বয় কোটরস্থ হয়। পরে কাস বৃদ্ধি পায় ও শ্বাস প্রশ্বাস অধিকতর কষ্টকর হয়। ফুসফুসের প্রদাহ জন্মিলে প্রাণ বিয়োগ হয়।

অন্ত্রে এই রোগ হইলে শূলবেদনা ও উদরাময়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পশুটি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। পালান আক্রান্ত হইলে ফুলিয়া উঠে ও টিপিলে শক্ত বোধ হয় কিন্তু বেদনা থাকে না। দুধ কমিয়া যায় ও ইহা দেখিতে হরিদ্রা বর্ণ ও জলের মত পাতলা। মস্তিষ্কের রোগ জন্মিলে ক্ষিপ্রতা, দৃষ্টি হীনতা ও শারীরিক আক্ষেপাদি উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়। অস্থি ও সন্ধিস্থলেও এ রোগ জন্মে। এই রোগ নির্ণয় সহজ সাধ্য নহে। তবে শিক্ষিত চিকিৎসকগণ "টিউবারকিউলিন্‌" নামক ঔষধ ত্বকনিম্নে প্রবেশ করাইয়া এই রোগ নিশ্চিতরূপে নির্ণয়

করিতে পারে। এই ঔষধ নীরোগ পশুতে ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্ট হয় না কিন্তু রোগাক্রান্ত পশুতে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মৃতদেহের রূপান্তর। আক্রান্ত গ্রন্থিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।—ইহার ফলপ্রদ ঔষধ নাই। পীড়িত পশুকে সত্বর পৃথক করা আবশ্যক।

প্রতিষেধক উপায়। পীড়িত পশুগণকে পৃথক রাখিবে ও তাহাদের সংস্পর্শীয় পশুদিগকে "টিউবারকিউলিন" প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষিত চিকিৎসকের সাহায্যে অবিলম্বে রোগ নির্মূলের যথাযথ উপায় করা কর্ত্তব্য। গোশালায় বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিবে। কোন রোগাক্রান্ত পশু যাহাতে পালে আসিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে।

দশম অধ্যায়।

স্তন প্রদাহ বা পালান ফুলা।

নাম।—থান পাকা; থান ফুলা (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—এই রোগ কখন কখন স্পর্শাক্রামকরূপে আবির্ভাব হইয়া গোয়ালের কতিপয় গাভীকে এককালে আক্রমণ করে। এদেশে, সচরাচর ২। ১ টি গাভীতে এই রোগ দেখা যায় এবং ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

কারণ তত্ত্ব।

সংক্রামক স্তন প্রদাহ কোন বিশেষ কীটাণুকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় কিন্তু সচরাচর দুগ্ধাধারে ঠাণ্ডা লাগিয়া (বিশেষতঃ দোহনান্তে আর্দ্র থাকিলে বাঁটে আঘাত পাইয়া বা ইহার মধ্যে কর্দ্দমাদি প্রবেশ করিলে কিম্বা দুগ্ধ দোহন অত্যধিক দুগ্ধ সঞ্চয় হেতু বদ্ধ অথবা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিলে এই রোগ জন্মে। নব প্রসূত গাভীতে যক্ষ্মা ও অপরাপর সংক্রামক কীটাণু কর্ত্তৃক এইরোগ জন্মে। প্রথম হইতে রীতিমত চিকিৎসা না করিলে এইরোগে বিশেষ ক্ষতি হয়। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পালানে পুঁজ জন্মে, বাঁট "কানা" হয়, পরে পালান ছোট হইয়া অদৃশ্যমান হয়। কখন কখন সমস্ত পালানটি পচিয়া যায়।

লক্ষণ।—রোগের প্রবল প্রকোপকালে পালান প্রদাহ বিশিষ্ট হইয়া বেদনাযুক্ত হয় ও ফুসিয়া উঠে। শারীরিক বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া প্রবল জ্বর হয় ও রোমন্থন বন্ধ থাকে। পালান স্পর্শ করিতে দেয় না। বাঁটগুলি শক্ত বোধ হয় ও দুগ্ধ দোহন কালে পশুটি কষ্ট অনুভব করে। প্রথমে অল্প পরিমাণে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের দুধ বাহির হয়, পরে দুর্গন্ধযুক্ত হয়। কখন কখন দুগ্ধ নিঃসরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। পালান পচিতে আরম্ভ হইলে ইহার রং কৃষ্ণ-নীলাভ ও স্পর্শ শীতল হয়। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পাইয়া পীড়িত পশুটি মারা পড়ে।

ইহার মৃদু আক্রমণে দুগ্ধের পরিমাণ বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। ও শরীরের গ্লানির বেশী বৃদ্ধি দেখা যায় না। উপযুক্ত চিকিৎসায় পশুটি আরোগ্য লাভ করে কিন্তু পর প্রসবকাল পর্য্যন্ত দুগ্ধ সল্পতা থাকে।

রোগ পুরাতন হইলে লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হয়। কখন বা পালানের একধারে কিঞ্চিৎ স্ফীতি দেখা দেয় ও ইহা পরে বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধের পরিমাণ ও উপকারিতা হ্রাস পায় ও দেখিতে প্রায়

ছানার জলের মত (ছেঁড়া ছেঁড়া)। ক্রমে দুগ্ধাধারের কোন অংশে শক্ত স্ফীতি দেখা দেয়, উহাতে পুঁজ জন্মে ও দুগ্ধদায়িকা শক্তি রহিত হইয়া পড়ে। শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ সকলও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—পীড়িত পশুটিকে ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিবে। পরিষ্কার, শুষ্ক ও বায়ু সঞ্চালিত স্থানে রাখিবে। প্রবল ও মৃদু প্রকোপে ১ নং ঔষধ ও পরে উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। অধিক বেদনা থাকিলে ৯ নং ব্যবস্থায় চিকিৎসা করিবে। পালানে স্বেদক্রিয়া করিয়া পুনঃপুনঃ দুগ্ধদোহন করিয়া ফেলিবে ও ইহাতে পুঁজ জন্মিলে কিম্বা দুধ জমিয়া গেলে শিক্ষিত চিকিৎসক কর্ত্তৃক বাঁটে নল বসাইয়া ইহার প্রতিকার করিবে। কখনও পুঁজাদির পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য ইহা কর্ত্তন করিবার যুক্তি দেওয়া হয়।

রোগ পুরাতন হইলে আইওডিন ঔষধে কখন কখন উপকার দর্শে।

প্রতিষেধক।—রোগাক্রান্ত পশুটিকে পৃথক করিয়া ভিন্ন গোয়ালা কর্ত্তৃক দোহনাদি কার্য্য সম্পাদিত করিবে। পালান পরিষ্কার, আঘাতাদি হইতে রক্ষা ও গো সকলকে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিবে।

একাদশ অধ্যায়।

কাস রোগ।

নাম —খাঁসি; টাঁস; খেস (হিন্দি)।

প্রকৃতি। নানা কারণে কাস রোগ জন্মে এবং ইহা অন্যান্য রোগের লক্ষণ মাত্র। যক্ষ্মা রোগে ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের এবং কখন কখন যকৃত ও পাকস্থলীর ক্রিয়া বিকারে কাস দেখা যায়। বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য জনিত প্রদাহ হইলে কিম্বা কণ্ঠাবরোধে কাস লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বায়ুনালীর স্থান বিশেষে, ফুসফুসে কিম্বা ইহার আবরণ ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য বা প্রদাহ হইলে যথাক্রমে ব্রণকাইটিস্, নিউমোনিয়া, ও প্লুরোনিউমোনিয়া নামে অভিহিত হয়। গবাদি পশুর এক প্রকার স্পর্শাক্রামক প্লুরোনিউমোনিয়া রোগ আছে কিন্তু এদেশে সচরাচর ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। শীত, বৃষ্টি, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর গোশালায় বাস, তীব্র শ্বাসানুপযোগী বায়ুসেবন প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের পীড়ার উৎপত্তি হয় ও তৎসঙ্গে কাস বর্ত্তমান থাকে। সূতার ন্যায় এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি দ্বারা বাছুর ও মেষে কাস রোগ জন্মে উহারা শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখায় উপদাহ জন্মায়।

কারণ তত্ত্ব।

লক্ষণ।—যদি পালের কতকগুলি পশুকে এককালে কাসিতে দেখা যায় তাহা হইলে প্লুরোনিউমোনিয়া বা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুমান করা যায়। বাছুর ও মেষে ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে "কৃমিজনিত কাস" স্থির করা যায় এবং তাহা হইলে কাসির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় ও কাসিতে অতিশয় কষ্ট হয়। পীড়িত পশুগণ সত্বর শীর্ণকায় হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কণ্ঠে স্ফীতি থাকিলে ঐ স্থানটি আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখায় কিম্বা ফুস্‌ফুসে প্রদাহ হইলে জ্বর ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয়। প্রদাহের তারতম্যে জ্বরের বৈষম্য দেখা যায়। প্রথমে কাস শুষ্ক ও কষ্টকর থাকে ও পরে শ্লেষ্মা সরস হয়। নাসিকা ও মুখ হইতে শ্লেষ্মাস্রাব নির্গত হয়। চিকিৎসকগণ বক্ষঃস্থলের শব্দবিশেষ শুনিয়া ফুস্‌ফুস্ রোগের পরিমাণ ও স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—কণ্ঠদেশ আক্রান্ত হইলে ২০ নং মালিস কিম্বা সরিষার তৈল কিঞ্চিৎ জল সংমিশ্রণে ঘনীভূত করিয়া ঐ স্থানে মালিস করিবে

এবং ফুটন্ত জলে কয়েক ফোঁটা তারপিন তৈল দিয়া একটি পাত্রে করিয়া পীড়িত পশুর সম্মুখে রাখিয়া উহার বাষ্প আঘ্রাণ করিতে দিবে। ফুস্‌-ফুসে প্রদাহ হইলে বক্ষের দুইধারে উপরোক্ত মালিস ঘর্ষণ করিয়া উল্লিখিত তারপিন মিশ্রিত বাষ্পের আঘ্রাণ পুনঃপুনঃ লইতে দিবে। পান করিতে কষ্টবোধ না করিলে পশুটিকে ৩ কিম্বা ৪ নং উত্তেজক ও পরে কাসির প্রকোপ কমিলে ৫ নং বলকারক ঔষধ ধীরে ধীরে অতি সাবধানতার সহিত সেবন করাইবে। পীড়িত পশুটিকে বায়ু সঞ্চালিত পরিচ্ছন্ন স্থানে থাকিতে ও গাত্র কম্বলাদির দ্বারা আবৃত রাখিবে। কাঁচ ঘাস, ভাতের মাড় প্রভৃতি সুপাচ্য আহার দিবে।

"কৃমিজনিত কাসি" হইলে ৫ নং বলকারক ঔষধ সেবন বিধি ও আহারের সহিত লবণ দিবে। কৃমি পীড়িত পশুগুলিকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গন্ধক জ্বালাইবে তাহা হইলে কাসিবার সময় কৃমি পতিত হইবে। পর্য্যায়ক্রমে ১০ দিবস কাল উক্ত কার্য্য-প্রণালীর আবৃত্তি করিবে।

প্রতিষেধক।—কৃমি কর্ত্তৃক শ্বাসনলীর প্রদাহ ও তৎসহ কাসি সংক্রামিত গোষ্ঠ হইতে জন্মে। কৃমির ডিম্ব ঘাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। উক্ত গোষ্ঠ বর্জ্জন ও লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া আবদ্ধ জল নিকাসের ব্যবস্থা করিবে। রোগেমৃত পশুর ফুস্‌ফুস্‌ জ্বালাইয়া ফেলিবে। পালের কতকগুলি পশুর এককালীন কাসি হইলে ও শ্বাস প্রশ্বাস প্রণালীর রোগ হইলে উক্ত পালটিকে সংক্রামিত ভাবিয়া পৃথক রাখিবে। সংক্রামক প্লুরোনিউমোনিয়া ব্যাধি হইতে দৃশ্যতঃ আরোগ্যোন্মুখ পশুগণ বহুকাল পর্য্যন্ত সংক্রামক দোষ বাহকরূপে থাকে। ইহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত গোশালা নিয়মিতরূপে শোধন আবশ্যক। ঐ সকল স্থান একেবারে বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অন্ননালী রোধ।

নাম।—গলে কি রোগ ; রোগ গলা (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—ইহাতে শ্বাস রোধের লক্ষণ দেখা যায়। রোমন্থনকারী পশুগণ অতি শীঘ্র খাদ্য সামগ্রী উদরস্থ করে। বৃহৎ ও কঠিন খাদ্য খণ্ড যথা আক, আলু ও অন্যান্য মূলাদি : অস্থি ও কাষ্ঠের টুক্‌রা, চর্ম্মখণ্ড ও কাঁটা প্রভৃতি যথাযথ চর্ব্বিত না হইয়া গলাধঃকরণ কালে কণ্ঠে বা গলনালীর কোন অংশে আবদ্ধ হইলে এই অবস্থার উৎপত্তি হয় ও উহাদের চতুর্দ্দিকের কোন অংশ তীক্ষ্ণ হইলে ঐ স্থান ক্ষত বিক্ষত হয়।

কারণ তত্ত্ব।

লক্ষণ।—পীড়িত পশুটি খাইতে চায় না. অস্থির হইয়া পড়ে ও যন্ত্রণা ভোগ করে। কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হইলে মুখ দিয়া লাল পড়ে ও পশুটি কাসিতে থাকে। জল পান করিলে নাসিকা দিয়া বাহির হইয়া পড়ে. অন্ননালীর অগ্রভাগ বৃহৎ খাদ্য খণ্ডে আবদ্ধ হইলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পশুটি অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়। কণ্ঠরোধে মুখের পশ্চাদ্ভাগে হাত প্রবেশ করাইলে অবরুদ্ধ স্থান অনুভব করা যায়। পেটের ফাঁপ প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে। গলনালীর মধ্যে রোধ হইলে পশুটি তত কাসে না। জলপান করিলে দুই এক ঢোঁকের পরে উহা মুখ ও নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। নালী সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ না হইলে ইহার কতক অংশ পাকস্থলীতে যায় : গ্রীবার সীমান্তরালে রোধ হইলে গলার বামদিকে রুদ্ধস্থানে স্ফীতি লক্ষিত বা অনুভূত হয়। কিন্তু বক্ষ মধ্যস্থিত অন্ননালীর রোধ নির্ণয় করা কঠিন। মুখ হইতে লালা, উদরাধ্মান ও বমনোদ্বেগ থাকিলে "রোধ" বলিয়া প্রতিয়মান হয় : কিন্তু গলাধঃকরণের পর যদি জলীয় পদার্থ পুনরুত্থিত হইয়া মুখ ও নাসিকা দিয়া বাহির হয় তাহা হইলে বক্ষ মধ্যস্থিত অন্ননালীর রোধ সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। ইহার আংশিক রোধে পশুটি অনেক দিবস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রোধ সত্বর অপসারিত করা প্রথম কর্ত্তব্য। কণ্ঠের পশ্চাতে রোধ হইলে আস্তে আস্তে হাত দিয়া ইহা সরাইয়া দেওয়া যায়। গলনালীর অগ্রভাগে রোধ হইলে মুখ খুলিয়া জিহ্বা আস্তে আস্তে টানিয়া ধরিয়া অপর হস্তের দ্বারা আবদ্ধ দ্রব্য বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু রোধ আরও পশ্চাতে থাকিলে কিছু তৈল খাওয়াইয়া আস্তে আস্তে মর্দ্দনে

আবদ্ধ দ্রব্য নামাইয়া দিবে। ইহাতে যদি উপকার না দর্শে ও "প্রোব্যাঙ্গাদি" যন্ত্র না থাকে তবে একটি লম্বা ও মসৃণ বেতের অগ্র-ভাগে নরম দ্রব্য জড়াইয়া একটি পুঁটলীরমত করিয়া উত্তমরূপে বাঁধিবে এবং উহা তৈল সিক্ত করিয়া মুখ খুলিয়া অন্ননালীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে আবদ্ধ দ্রব্য ঠেলিয়া পাকস্থলীর মধ্যে নামাইয়া দিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য না হওয়া যায় তবে গলনালীতে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আবদ্ধ বস্তু নিষ্ক্রান্ত করিতে শিক্ষিত চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। প্রাণীটিকে খাদ্যনালী রোধ হইতে পরিত্রাণ করিয়া ২। ১ দিনের জন্য ভাতের মাড ও তরল পদার্থ খাইতে দিবে। খাদ্যনালী ক্ষত হইলে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হইবে নচেৎ পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। রোধ জনিত উদরাধ্মান উপশম করিবার জন্য প্রায় অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উদরাধ্মান।

(পেট ফাঁপ)।

নাম।—আফ্‌রা ; পেট ফুল্‌না ; ফুক (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—পাকস্থলীর রূমেন নামক প্রথম গহ্বর বাষ্পদ্বারা ফুলিয়া উঠে। এই রোগ গবাদি পশুতে প্রায় দেখা যায় এবং ইহার তীব্র আক্রমণে শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা পড়ে।

কারণ তত্ত্ব। বর্ষার পর অপরিমিত কাঁচা ঘাস ও পল্লব ভক্ষণ অনশনের পর অত্যধিক ভোজ ও দুষ্পাচ্য আহারের দ্বারা এই রোগ জন্মে। কলাই শস্য ও অন্যান্য আধ্মানকারক আহার্য্য বস্তু ভক্ষণেও এই রোগ জন্মে। অজীর্ণতা ও অন্যান্য কারণেও এই রোগ পুরাতন অবস্থায় দেখা দেয়।

লক্ষণ।—পেটের বাম দিক ফুলিয়া উঠে ও ইহাতে অঙ্গুলীদ্বারা আঘাত করিলে ঢাকের মত ফাঁপা শব্দ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয় ও পশুটি অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। রোগ প্রবল হইলে পশুটি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, চক্ষু রক্ত বর্ণ হয় এবং দম বন্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। সত্বর প্রতিকার না করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়ে।

চিকিৎসা।—দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে আবদ্ধ বায়ুর নির্গম প্রথমে আবশ্যক। বাম পার্শ্বের স্ফীত স্থানের উপর ধীরে ধীরে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিবে। গুহ্যদ্বারে ঈষদুষ্ণ জলে তারপিন তৈলসহ পীচকারী দিবে। যদি ইহাতে আশু ফললাভ না হয় ও রোগের বৃদ্ধি পায় তবে পশুচিকিৎসকের সাহায্য লইবে। তাঁহার অভাবে স্ফীত স্থানের উপরিভাগ সাবানদ্বারা ধৌত করিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা চাম্‌ ও পাকস্থলী ছেদ করিয়া ৬ ইঞ্চি লম্বা একটি ফাঁপা অঙ্গুলীর মত মোটা কঞ্চি উহার ভিতর দিয়া জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং কয়েক ঘণ্টা ইহা উক্ত স্থানে সাবধানের সহিত বাঁধিয়া রাখিবে। যাহাতে সমগ্র কঞ্চিটী পেটের ভিতর চলিয়া না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ইহাদ্বারা আবদ্ধ বায়ু নির্গত হইবে।

১০ নং বেদনানাশক ঔষধ দিবে ও পরে ১ নং ব্যবস্থা সেবন বিধি। ভাতের মাড লবণসহ অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে ও কয়েক দিবসকাল এইরূপ আহারের ব্যবস্থা চলিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অপরিমিত খাদ্য সঞ্চয়হেতু প্রথম পাকস্থলীর বিকল অবস্থা।

(পেটভার)।

নাম।—কবজি : ভোজ (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—রুমেন বা প্রথম পাকস্থলীর গহ্বর অতিভোজনে পরিপূর্ণ হইলে এই রোগ জন্মে। আবদ্ধ আহারীয় দ্রব্য পরিপাক না হইয়া গ্যাসের সঞ্চার হয় ও পেট ফাঁপে, অতিরিক্ত বিস্তৃতহেতু উহার মাংসপেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে; সুতরাং ইহার ক্রিয়া শিথিল হয় ও পরে ক্রমশঃ লোপ পায়।

কারণ তত্ত্ব। একবালীন প্রচুর পরিমাণে অনুপযুক্ত আহার ভোজনে ও পানীয় জলাভাবে এই রোগ জন্মে। ক্ষুধার্ত্ত অনাহারী পশুকে প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিলে তাহার এ রোগ হইতে পারে।

লক্ষণ।—অগ্নিমান্দ্যসহ স্থগিত রোমন্থন, আহারাদি বর্জ্জন কিম্বা খেয়ালমত পান ভোজন লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে। বাম দিকের দাবনা ফাঁপিয়া উঠে ও উহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু আঘাতে প্রতিধ্বনিত হয় না। দাঁত কড়মড় ও কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস জোরে বহিতে থাকে ও ক্রমাগত গোঁ গোঁ শব্দ করে।

চিকিৎসা।—প্রথমে ১ নং ঔষধ সেবন করাইবে। যদি ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হয় তবে ২৪ ঘণ্টা পরে ইহা আর একবার দিবে। ঔষধ সেবনান্তে পেট ফুলিতে পারে, তখন ১০ নং ঔষধ দিবে। বামদিকে দাবনায় (স্ফীত স্থানে) গরম জলের স্বেদ দিবে ও হাত দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। উপযুক্ত পরিমাণে জল ও গুড়মিশ্রিত ফেন পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ৩ কিম্বা ৪ নং ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। পরে ৫ ও ৬ নং ঔষধ কিছুকাল খাইতে দিবে। সুপাচ্য আহার অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে। ইহাতে আরোগ্য লাভ না করিলে শিক্ষিত পশুচিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অজীর্ণ রোগ।

নাম।—বদ্‌হজমি (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও ৩ প্রকারের হইতে দেখা যায়, যথা—প্রবল, মৃদু ও পুরাতন। ইহা

কারণ তত্ত্ব।

প্রায় গাভীতে প্রসবান্তে হয়। খাদ্য দোষে এই রোগ জন্মে। এদেশে, গ্রীষ্মকালে, যখন পশুখাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন খাদ্যাভাবে শক্ত, শুষ্ক দুষ্পাচ্য উলুখড় ইত্যাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এই রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—অগ্নিমান্দ্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা, স্থগিত রোমন্থন প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া পশুটি কৃশ ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়ে। প্রথমে কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে ও প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ-দায়িকাশক্তি হ্রাস পায় ও দুধ বিস্বাদ হয়; শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায় ও দাঁত কড়মড় করে। কখন কখন স্বরভঙ্গযুক্ত বা কর্কশ কাস ও উত্তেজনার পর আক্ষেপের লক্ষণ দেখা দেয়। কখনও বা টলমল্ করিয়া চৈতন্যের অর্দ্ধ লোপ হয়। ক্ষুধা প্রায় একেবারে বন্ধ হয় ও সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে পোষণাভাবে মরিয়া যায়। কোন স্থলে পাকাশয়ে ও অন্ত্রে প্রদাহের লক্ষণ দেখা যায়। রোগের মৃদু প্রকোপে উপযুক্ত চিকিৎসায় ফললাভ হয়। রোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল যত্ন-সহকারে চিকিৎসা করিলে পীড়িত পশুটি আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

চিকিৎসা।—পীড়িত পশুটিকে উন্মুক্ত ও শুষ্ক গোশালায় রাখিবে ও অল্প পরিমাণে সুপাচ্য আহার দিবে। ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। ভাত ও তিসির তরল মাড় খাইতে দিবে। বল বিবেচনা করিয়া ১ নং ঔষধ পান করাইবে। পশুটি দুর্ব্বল হইলে গুড়মিশ্রিত ভাতের মাড়সহ এই ঔষধ ৩ ভাগ করিয়া যথাক্রমে ৩ দিনে ১ ভাগ করিয়া উহা খাইতে দিবে। পশুটির সম্মুখে একখণ্ড কর্কচ লবণ সর্ব্বদা রাখিয়া দিবে। পরে ৩ ও ৪ নং ঔষধ বিধেয়। শেষে ৫ ও ৬ নং বলকারক ও পরিবর্ত্তক ঔষধ দিবসে ২ বার প্রয়োজ্য (সকালে ৫ নং ও বৈকালে ৬ নং ঔষধ)। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে তিসির তেলে গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। দাস্ত অধিক হইলে ৭ নং ধারক ঔষধ সেবনীয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

উদরাময়।

নাম।—দাস্ত ; ইশাল (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—খাদ্যের গোলযোগে ও কৃমি কর্ত্তৃক পাকস্থলীর ও অন্ত্রের উপদাহ জনিত গো, মেষাদির পেটের পীড়া উপস্থিত হয় ও উহাতে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ হয়। শারীরিক অন্যান্য গ্লানি প্রায় দেখা যায় না। গুটি, যক্ষ্মা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগেও উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন উদরাময়ের সহিত প্রবাহিকার (আমাশয়ের) সংযোগ থাকে। এরূপ অবস্থায় পশুটি প্রায় বাঁচে না।

কারণ তত্ত্ব।

মেষ ও ছাগলের পাকাশয়ে ও অন্ত্রে ও যকৃতে কৃমি জনিত পুরাতন পেটের পীড়া জন্মে। ছোট বাছুরের নাভীর ক্ষত স্থান দিয়া কর্দ্দমাদি ময়লা প্রবেশ করিলে বা অধিক দুধ পান করিলে তীব্র মলস্রাবযুক্ত উদরাময় হয়।

লক্ষণ।—স্বাভাবিক পেটের অসুখে বার বার দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা ভেদ হয় ও তৎসঙ্গে কুন্থন ও অস্থিরতা থাকিতে পারে। পাকাশয়ে বা অন্ত্রে প্রদাহে জ্বর হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায় ও পশুটি আর্ত্তনাদ করে। গোময়ের সহিত আম্ ও রক্ত দেখা দেয় ও পশুটি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইলে উহা বেদনা বৃদ্ধি ও জীবনী-শক্তির হ্রাস পাইয়া মারা যায়।

রোগ পুরাতন হইলে পশুটি অলস ও স্ফূর্ত্তিহীন হয় ; পিপাসা প্রবল থাকে ও খেয়াল মত খায়। ক্রমশঃ শোথযুক্ত ও শীর্ণকায় হইয়া পড়ে ; পরিশেষে রক্তস্বল্পতা ও অবসন্নতা হেতু মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বাছুর, মেষ ও ছাগলের কৃমি জনিত পেটের পীড়ায় কণ্ঠে শোথজনিত স্ফীতি দেখা যায়।

চিকিৎসা।—খাদ্য জনিত পেটের পীড়ায় ২ নং ঔষধ প্রথমে সেবন করাইবে। পশুটি দুর্ব্বল হইলে ঔষধ পূর্ণমাত্রায় দিবে না। লবণ সহযোগে ভাতের মাড়, ব্যবস্থা দিবে। জোলাপের পরে (বেশ পেট খোলসা হইলে) ৭ নং ঔষধ সেবন বিধি। গাত্র চট কিম্বা কম্বল দ্বারা আবৃত রাখিবে। বাতায়নোন্মুখ শুষ্ক স্থানে থাকিতে দিবে। বেদনাসহ প্রবল ভেদ হইলে ৯ নং ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন রোগে ৫ নং বলকারক ও ৫, ৮ কিম্বা ১১ নং ঔষধ প্রয়োজ্য। বাছুরের পক্ষে ১—২ ছটাক রেড়ীর তৈল দুগ্ধসহ সেবন করাইবে। স্তন্যপায়ী বৎসের উদরাময়ে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দিবে না।

প্রতিষেধক।—পালের কতকগুলি এককালীন রোগগ্রস্ত হইলে কৃমি সন্দেহ করা যায় তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক দূষিত গোষ্ঠ বর্জ্জন করিবে ও উহা কর্ষণ করিয়া আবদ্ধ জল নির্গমের পথ করিয়া দিবে। পীড়িত পশুর গোবর একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিবে কারণ উহা দ্বারা রোগ ব্যাপ্ত হয়। মৃতদেহ পোড়াইয়া ফেলিবে।

যাহাতে নবপ্রসূত বৎসের নাভিস্থলে ময়লা না লাগে সে বিষয়ে সাবধান থাকিবে ও ১৮ নং ঔষধ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

যকৃতে কৃমিরোগ।

নাম।—জিগার কি বিমারি: সোফ্রা (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—গরু ও মেষের যকৃতে (বিশেষতঃ মেষে) "ফ্লুক" নামক এক প্রকার কৃমি জন্মিলে এই রোগ হয়, নিম্ন ও জলাভূমিতে ইহাদের ডিম্ব থাকে ও ইহা ঘাসের সহিত উদরস্থ হইয়া যকৃতে প্রবেশ লাভ করে। উক্ত কীটাক্রান্ত মেষে গুরুতর লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত গরুতে তাদৃশ দৃষ্ট হয় না।

কারণ তত্ত্ব।

লক্ষণ।—রোগের লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। পীড়িত মেষটি শীর্ণ হইয়া পড়ে। কটিদেশের উপর টিপিলে ত্বক নিম্নে কড় কড় শব্দ অনুভূত হয় চক্ষু জ্যোতিঃহীন ও পশুটি নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে। পশম শিথিল হয় ও টানিলে সহজে খসিয়া যায়। কণ্ঠে ও তলপেটে শোথযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। পরে উদরাময় দেখা দেয়। পশুটি দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া মরিয়া যায়।

মৃতদেহের রূপান্তর।—মাংস পেশী পাণ্ডুবর্ণ ও তলপেটে শোথ-জনিত জলীয় পদার্থ থাকে। যকৃৎ আয়তনে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু কখন কখন ইহার আয়তন ক্ষুদ্র ও টিপিলে শক্ত বোধ হয়। পিত্তনালীতে রোগোৎপাদক কৃমি দেখা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।—৫ নং বলকারক ঔষধ খাইতে দিবে। লবণ সংযোগে পুষ্টিকর আহার দিবে ও পীড়িত পশুগুলিকে উচ্চ ভূমিতে পৃথক করিয়া রাখিবে।

প্রতিষেধক উপায়।—পীড়িত পশুকর্ত্তৃক ব্যবহৃত চারণের জল বাহির করিয়া ছাই, চূণ দিয়া জমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত করিয়া লইবে। পীড়িত পশুর মৃতদেহ পোড়াইয়া কিম্বা চূণ দিয়া প্রোথিত করিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চর্ম্মরোগ (চুলকানি, খোস্)।

নাম।—খারিস ; খুজলি (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—শোণিত পিপাসু কীট পতাঙ্গাদির দংশনে ও অপরাপর কারণে গরু ও মেষের চর্ম্মরোগ হয় শোণিত পিপাসু কীট বহুশ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি চর্ম্মে প্রদাহ জন্মায় ও কতকগুলি বা সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুবাহক। কোন শ্রেণীর মক্ষিকা চর্ম্মের ক্ষত স্থানে ডিম্ব প্রসব করে ও উহা হইতে ক্রমি উৎপন্ন হইয়া শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। ভীমরুল, বোলতা ও মধুমক্ষিকার আক্রমণেও শরীরের ক্ষতি হয়।

কারণ তত্ত্ব।

মহিষ, মেষ ও ছাগলের চর্ম্মে উকুন জন্মে। গরু ও ভেড়ার এঁটুলি হয় ও উহাদের দ্বারা ম্যালেরিয়া জন্মে।

দদ্রু (দাদ, পামা চুলকানি) ও খোস ভিন্ন শ্রেণীর কীটাণু হইতে জন্মে। শেষোক্ত চর্ম্মরোগের কীটাণু প্রায়ই দৃষ্টির অগোচর হইয়া ত্বক নিম্নে সুরঙ্গ করিয়া অবস্থিত থাকে।

লক্ষণ। ডানাশূন্য শোণিত পিপাসু মক্ষিকাবিশেষ ভেড়ার পশমে থাকিয়া কণ্ডুয়ন উৎপাদন করে। এক শ্রেণীর মাছি ভেড়ার নাসারন্ধ্রে ডিম্ব প্রসব করে। উক্ত ডিম্ব হইতে ক্রমি উৎপাদিত হয় ও তথায় প্রদাহ জন্মায়। পীড়িত মেষটি সর্ব্বদা হাঁচিতে থাকে এবং শ্লেষ্মাস্রাব ও হাঁচির সহিত নাসিকা হইতে পোকা নিঃসৃত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে ও পশুটি দুর্ব্বল হইয়া কখনও বা প্রাণত্যাগ করে। গরুতে এক শ্রেণীর মাছি পৃষ্ঠদেশের চর্ম্মের নিম্নে ডিম্ব প্রসব করে ও উহা হইতে পরে পোকা বাহির হইয়া জমিতে পতিত হয়। সে কারণে উক্ত স্থানের চর্ম্মে আখরোটের মত গিল্‌টি দেখা যায়। ইহার চামড়ার মূল্য হ্রাস হয়।

উকুনের দ্বারায় চুলকানি হয়। পশুটি আক্রান্ত স্থানে কণ্ডূয়ন বশতঃ কামড়ায়, লেহন বা ঘর্ষণ করে। কখনও বা উক্ত স্থান লোম বিহীন হইয়া পড়ে। কীটজনিত চর্ম্মরোগ স্পর্শাক্রামক। চর্ম্মে প্রদাহ জন্মিয়া ছোট ছোট ব্রণ বা পীড়কায় পরিণত হয় ও ঐ স্থানের চর্ম্মের স্ফীতি দেখা যায়। উপরোক্ত লক্ষণ পালের কতকগুলি পশুতে দেখা দিলে রোগ কীট জনিত ধরিয়া লইবে। জঙ্ঘার মধ্যস্থানে সচরাচর

এঁটুলি থাকে। স্ত্রী এঁটুলি রক্ত পান করিয়া ফুলিয়া উঠে ও জমিতে পতিত হইয়া ডিম্ব প্রসব করে।

চিকিৎসা—ক্ষতে পোকা হইলে তারপিন তৈল প্রয়োগে উহা বাহির হইবে। চর্ম্মে উকুন হইলে লোম ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ১৪ নং ঔষধ দ্বারা ধৌত করিবে ও কর্ত্তিত লোম জ্বালাইয়া ফেলিবে। এঁটুলে হইলে ফিনাইল মিশ্রিত জল দ্বারা তাহাদের গাত্র উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

কীটাণুজনিত চুলকানি হইলে ১৩ নং ঔষধদ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। দাদেও এই ঔষধ বিধেয়। পীড়িত পশুগণকে পৃথক রাখিবে ও তৎকর্ত্তৃক ব্যবহৃত গাত্রাবরণাদি শুদ্ধ করিয়া লইবে। উহাদের আবাস-স্থান রীতিমত পরিষ্কার করিবে। গোশালার দরজা ও জানালা ঘন বুনান বিশিষ্ট তারের জাল দ্বারা আবৃত করিলে মক্ষিকা দংশন নিবারিত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও ক্ষতাদি রোগ।

নাম।—জখম্; চোট্ (হিন্দি)।

প্রকৃতি।—পশুগণ পালে চরিবার কালে শিং দ্বারা আহত হইলে ও কার্য্যক্ষম বলদের পদে আঘাত লাগিলে কষ্ট পায়। বৎস ও বৎসতরী পরস্পর মারামারি করিয়া শিং ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রায় পদের অস্থিভঙ্গ হইয়া থাকে। উহা দুরারোগ্য ও অনেকস্থলে উপযুক্ত সময়ে নির্ণয় করা কঠিন হয়। ক্ষত ৪ প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—

কারণ তত্ত্ব।

(১) কর্ত্তিত, (২) বিদারিত, (৩) বিদ্ধ, (৪) ও থেঁতলান।

চিকিৎসা।—ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে; কোন্ও ময়লা ও কণ্টকাদি থাকিতে দিবে না। শোণিতস্রাব বন্ধ করিবে ও ক্ষতস্থান বেশী নড়চড় হইতে দিবে না। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল সেচন করিলে ও কিঞ্চিৎ চাপ দিয়া ধরিয়া রাখিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। ইহাতে স্রাব বন্ধ না হইলে উপযুক্ত বন্ধনী বা সূত্রদ্বারা শিরা বাঁধিয়া দিবে কিম্বা উক্ত স্থান উত্তপ্ত লৌহদ্বারা স্পর্শ করিবে। স্রাব বন্ধ হইলে ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া কণ্টকাদি বাহ্যবস্তু ক্ষুদ্র ও পাতলা চিমটাদ্বারা দুরীভূত করিবে ও উহার চতুর্দ্দিকের লোম কর্ত্তিত করিবে। ১৫ নং ক্ষতান্তক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে হস্তাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে।

ক্ষত গভীর হইলে পিচ্কারীর দ্বারা ১৫ নং ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহার উপর ১৮ নং চূর্ণ ছিটাইয়া স্থানটি পরিষ্কার কাপড় দিয়া আবৃত রাখিবে। কর্ত্তিত ক্ষত সেলাই করিয়া বাঁধিয়া দিবে। ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ১৬ নং ঔষধ লাগাইয়া দিবে, ইহাতে উক্ত স্থানে মাছি বসিবে না। পায়ের খুরে পেরেক বিদ্ধ হইলে উহা বাহির করিয়া গরম জলে পা রাখিয়া খুব পরিষ্কার করিবে ও আহত স্থানে ক্ষতান্তক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সামান্য আঘাতে ১৬ ও ১৭ নং ঔষধ প্রয়োজ্য। প্রত্যহ ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিবে।

বিংশ অধ্যায়।

বিষ ভক্ষণ।

(বিষ প্রয়োগ।)

নাম।—জহর খুরাণি (হিন্দি)।

এদেশে বিষ ভক্ষণে বা বিষপ্রয়োগে প্রায়ই গরু মারা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বিষাক্ত পল্লব লতাদি খাদ্য উদরস্থ করিয়া কিম্বা কু অভিপ্রায়ে কেহ বিষ প্রয়োগ করিলে প্রাণীতে বিষক্রিয়া লক্ষিত হয়।

চামার প্রভৃতি নিম্নজাতির লোকেরা চামড়ার লোভে কোন কোন স্থানে গরুকে বিষ খাওয়ায় ও মারাত্মক সংক্রামক রোগ অন্যত্র ব্যাপ্ত করে। কোন কোন শস্য অপরিণত অবস্থায় বিষতুল্য থাকে ও কতকগুলি লতাপল্লব ভক্ষণে পশু পীড়িত হইয়া মারা পড়ে। সচরাচর সেঁকো বিষ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় কারণ ইহা সর্ব্বত্র সুলভে পাওয়া যায়। বিষ তরল খাদ্যের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করা হয়।

লক্ষণ।—পশুটি হঠাৎ পীড়িত হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত পেট বেদনা, প্রবল পিপাসা, ফেনযুক্ত মুখ, মাংস পেশীর স্পন্দন, অনবরত মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণবিয়োগ হয়। এরূপ ঘটিলে প্রতিকারের জন্য থানায় খবর দেওয়া বিধেয়। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে বিষ প্রয়োগ সন্দেহ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।—প্রথমে ১ নং বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিবে। প্রচুর পরিমাণে ভাতের ও তিসির মাড় খাইতে দিবে। পশুটি অবসন্ন হইয়া পড়িলে ৩ নং উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে।

পরিশিষ্ট।

ঔষধের ব্যবস্থা।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পশুচিকিৎসক ও পশুচিকিৎসালয়ের অভাবে ব্যবহার যোগ্য। ঔষধগুলি গ্রাম্য হাটে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গোপালকেরই "এপ্‌সম্ সল্ট ও ফিনাইল" সর্ব্বদা মজুত রাখা উচিৎ। ইহা সহরে ও বড় বড় গ্রামে পাওয়া যায়।

ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের মাত্রা পূর্ণবয়স্ক গো, মহিষাদির পক্ষে প্রয়োগাহ। বাছুর ও ছোট পশুগণের বয়স ও ওজন বুঝিয়া তারতম্য বা ইতর বিশেষ করিবে। মেষ ও ছাগলের জন্য এক ষষ্ঠাংশ ভাগ।

ওজন।

১ ড্রাম	...	৩ দুয়ানি।
৩ ড্রাম	...	একতোলা এক ভরি।
১ আউন্স	...	অর্দ্ধ ছটাক বা আড়াই তোলা।
১ পাউণ্ড	...	অষ্ট ছটাক বা অর্দ্ধ সের।
১ সের	...	ষোল ছটাক বা ৮০ তোলা।

পরিমাণ।

(তরল পদার্থের ওজন)।

১ আউন্স	...	অর্দ্ধ ছটাক।
১ পাইন্ট	...	১০ ছটাক।
১ কোয়ার্ট	...	২০ ছটাক বা পাঁচ পোয়া।

বিরেচক।

১

এপ্‌সম্ লবণ	...	অর্দ্ধ সের।
শুঁঠ চূর্ণ	...	১$\frac{১}{৪}$ তোলা।
গন্ধক চূর্ণ	...	১ ছটাক।
চিটাগুড়	...	১ পোয়া।

১$\frac{১}{৪}$ সের গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা হইলে পান করিতে দিবে।

২

তিসির বা ভেরেণ্ডার তৈল	...	৫ ছটাক।
মিঠা তৈল	...	ঐ
জামাল গোটার তৈল		২০ ফোঁটা।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। মেষের জন্য জামাল গোটার তৈল ব্যবহার করিবে না। মৃত্ব রেচকের জন্য জামাল গোটার তৈল বর্জ্জন করিবে।

উত্তেজক।

৩

দেশী মদ		২ ছটাক।
শুঁঠ চূর্ণ	...	১$\frac{১}{৪}$ তোলা।
গোলমরিচ চূর্ণ	...	৬ দুয়ানি।

১০ ছটাক ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। আবশ্যক হইলে পুনরায় ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।

৪

নিষাদল	...	১ কাঁচ্চা বা ১$\frac{১}{৪}$ তোলা।
শুঁঠ চূর্ণ	...	ঐ
কুঁচ্‌লে চূর্ণ	...	৩ দুয়ানি।

১০ ছটাক ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। আবশ্যক হইলে ৪ ঘণ্টা অন্তর পুনরায় দেওয়া যায়।

বলকারক ও কৃমি নাশক।

৫

হীরাকস চূর্ণ	...	১ কাঁচ্চা বা ১$\frac{১}{৪}$ তোলা।
কুঁচ্‌লে চূর্ণ	...	৩ দুয়ানি।
চিরেতা চূর্ণ	...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।

মিশ্রিত করিয়া একটি পুরিয়া করিবে। খাদ্যের সহিত কিম্বা ১০ ছটাক ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

পরিবর্ত্তক।

সোরা চূর্ণ	...	১ কাঁচ্চা বা $১\frac{১}{৪}$ তোলা।
গন্ধক চূর্ণ	...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
জোয়ান চূর্ণ	...	১ কাঁচ্চা বা $১\frac{১}{৪}$ তোলা।
কুঁচলে চূর্ণ	...	৩ দুয়ানি।

১০ ছটাক ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ খাওয়াইয়া দিবে।

ধারক (আভ্যন্তরিক)।

৭

খড়িমাটী চূর্ণ	...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
খদিরা চূর্ণ (খয়ের)		১ কাঁচ্চা বা $১\frac{১}{৪}$ তোলা।
জোয়ানের গুড়া	...	ঐ

১০ ছটাক ফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবে

ধারক ও কৃমিনাশক।

৮

তুঁতে চূর্ণ	...	৩ দুয়ানি।
জল	...	১০ ছটাক।

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। মেষ ও ছাগলের জন্য সিকি ভাগ

বেদনা নাশক।

৯

আফিম বা সিদ্ধি	...	১ তোলা।
হিঙ্গ চূর্ণ	...	ঐ
শুঁঠ চূর্ণ	...	১ কাঁচ্চা বা $১\frac{১}{৪}$ তোলা।
দেশী মদ	...	২ ছটাক।

১০ ছটাক ফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

বেদনা ও কৃমিনাশক।

১০

তারপিন তৈল	... ...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
তিসির তৈল	... ...	১০ ছটাক

মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কৃমিনাশক।

১১

হিঙ্গ চূর্ণ	... ...	১ কাঁচ্চা বা ১ $\frac{১}{৪}$ তোলা।
গন্ধক চূর্ণ	... ...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
পলাশবীজ চূর্ণ	... ...	ঐ।

মিশ্রিত করিয়া ১টি পুরিয়া করিবে। ১০ দিবস কাল প্রত্যহ ঐরূপ ১টি পুরিয়া ১০ ছটাক ফেনের সহিত খাওয়াইবে।

মুখ শোধন।

১২

সোহাগা বা ফিট্‌কিরি চূর্ণ	...	১ কাঁচ্চা বা ১ $\frac{১}{৪}$ তোলা।
জল	...	১০ ছটাক।

মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

চর্ম্মরোগের ঔষধ।

১৩

গন্ধক চূর্ণ	... ...	২ ছটাক।
সরিষার তৈল	... ...	১০ ছটাক।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। চুলকানার স্থানটি সাবান ও গরম জলে পরিষ্কার করিয়া বুরুষ কিম্বা হাত দিয়া ঔষধ লাগাইয়া ১৫ মিনিট কাল মালিস করিবে। ৫ দিবস অন্তর ঐ স্থানটি উপোরোক্ত উপায়ে পরিষ্কার করিয়া পুনরায় ঔষধ লাগাইবে।

১৪

তামাক পাতা (দোক্তা)	...	১ ভাগ।
জল	...	১০ ভাগ।

তামাক পাতা অর্দ্ধঘণ্টাকাল জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া চুলকানির উপর মালিশ করিবে।

ক্ষতান্তক ঔষধ।

১৫

ফিনাইল	...	...	১ ভাগ।
জল	...	...	১০০ ভাগ।

সকল প্রকার চর্ম্ম রোগেরও ঔষধ। মেষ ধৌত করিবার উত্তম

১৬

কর্পূর	.	..	১ ভাগ।
মিঠা তৈল	.	...	৪ ভাগ।

১৭

গন্ধবিরাজ	.	...	১ ভাগ।
মিঠা তৈল	...	...	৮ ভাগ।

গন্ধবিরাজ তৈলে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে

১৮

সোহাগা চূর্ণ	...	...	সমভাগ।
কয়লা (কাষ্ঠের) চূর্ণ		...	
গন্ধক চূর্ণ	..	...	
তুঁতে ঐ	...	...	

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে ক্ষত স্থান শীঘ্র আরোগ্য হয়

শোষক।

১৯

তুঁতে চূর্ণ	..	...	৩ দুয়ানি।
হীরাকস চূর্ণ	...	...	ঐ
ফিট কিরি চূর্ণ		...	২ কাঁচ্চা বা ১ $\frac{1}{4}$ তোলা।
গরম জল	..	...	১০ ছটাক।

মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা হইলে লাগাইবে। ইহাতে শোণিত শ্রাব বন্ধ হয়।

মালিস।

২০

তারপিন তৈল	...	...	সমভাগ।
সরিষার তৈল	...	..	

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মালিস করিবে।